মালতী।

বিয়োগান্ত দৃশ্য কাব্য।



শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
বিরচিত

ও

শ্রীসিদ্ধেশ্বর হাজরা কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

কলিকাতা

বহুবাজার, ১৭ নং, শ্রীনাথ দাসের লেন,
বি, কে, দাস এবং কোম্পানির যন্ত্রে,
শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।

মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

মালতী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজমহল—অরণ্য।

যুবরাজ বিজয়কেতুর যোদ্ধৃবেশে প্রবেশ।

বি। উঃ! কি জনশূন্য নিবিড় অরণ্য! তাতে জলদজাল সমাচ্ছন্ন অমানিশার নিশীথ সময়। লোক লোচন প্রীতিকর তারকাবলী যেন নীলাম্বরে নিবিড় অসিত বসনে বদন আবরণ করে রেখেছে। নিশাচর মাংসাশী হিংস্র জন্তুগণ শোণিত লোলুপ রসনা পরিতৃপ্ত করবার জন্য, নির্ভয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ কচ্চে। এদের দর্শনপথে পতিত হলে প্রাণী মাত্রকেই অকালে কালের করাল কবলে কবলিত হতে হয়, কোন ক্রমেই পরিত্রাণ পাবার আশা থাকে না। উঃ! কি ভয়ানক অন্ধকার! বনের নৈসর্গিক মনোহর শোভা কিছুমাত্র লক্ষিত হচ্চে না। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত নিঃসৃত সলিল প্রবাহের ঝর ঝর শব্দে, গহ্বর শায়িত ভল্লুকগণের ফুৎকার মিশ্রিত ভীষণ নিনাদে, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র শ্বাপদগণের গভীর গর্জ্জনে বন প্রতিধ্বনিত হচ্চে। সময় গুণে এ অরণ্য কি ভীষণ মূর্ত্তিই ধারণ করেছে। দিনমানের আনন্দোৎপাদক বস্তুও এ সময় ভয় প্রদর্শন কচ্চে, যে দিকে নেত্রপাত কচ্চি, সেই দিকেই যেন ভয় মূর্ত্তিমান। (পরিক্রমণ) আহা! এ সময়ে নিশাচর জন্তু ভিন্ন প্রায় সকল প্রাণীই আপন আপন বাসস্থানে শ্রমহারিণী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে অচৈতন্য। আহা! যে জননী প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রকে ক্ষণকালের জন্য চক্ষের অন্তরাল করেন না, যে পুত্র তাঁর অঙ্ক ও হৃদয়ভূষণ, এক্ষণে সেই

জননী সেই নয়নপ্রীতিকর শিশুকে দূরে রেখে, নিশ্চিন্তমনে নিদ্রায় অভিভূত আছেন।

(নেপথ্যে স্ত্রীকণ্ঠে) হা বিধাত! কে আমাদের এ অসময়ে রক্ষা করবে।

বি। একি! স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনি না? এই মেঘাচ্ছন্ন অমানিশাতে বিশেষতঃ, এই নিবিড় জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে কামিনীর কণ্ঠধ্বনি কিরূপে সম্ভবে? বোধ হয় কোন কামোন্মত্ত যুবা কোন সরলা পতিব্রতাকে বলপূর্ব্বক এ অরণ্যের মধ্যে এনে উৎপীড়ন কচ্চে; অথবা কোন সম্ভ্রান্ত কামিনী দুরাত্মা যবন হস্তে পতিতা হয়েছেন। যা'হক এর প্রকৃত তত্ত্ব জান্‌তে হয়েছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এর বিশেষ অনুসন্ধান কত্তে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ অরণ্য ত্যাগ কত্তে পাচ্চি না। যদি আমার শ্রবণেন্দ্রিয় মিথ্যা শব্দে প্রতারিত না হয়ে থাকে, তা হলে অবশ্যই প্রকৃত ঘটনা আমার নিকট অপ্রকাশ থাকবে না—নিশ্চয়ই জ্ঞাত হব। (পরিক্রমণ)

(নেপথ্যে) হে মধুসূদন! এ অনাথাগুলিকে কোল দান করে রক্ষা কর। এ সময় তুমি ভিন্ন আর আমাদের কোন সহায় নাই।

বি। আবার সেই কণ্ঠধ্বনি, সেই করুণরসার্দ্র হৃদয়বিদারক রমণীকণ্ঠনিঃসৃত খেদোক্তি! এই দিক হতে আসচে, তবে যাই, আর নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পারি না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজমহল—অরণ্যের অভ্যন্তর।

মালতী, চপলা, শয়না ও দয়াবতী উপবিষ্টা। একান্তে বিজয়কেতুর প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থিতি।

দ। হে ভগবন্! কি কল্লে, কি হল, এখন উপায় কি। যাই কোথায়, পথ নাই—আর থাক্‌লেও অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্চে না। আর যখন

কাছে লোকালয় নাই, তখন পথ পেলেই বা কি হবে। এ দুর্গম বনে কে রক্ষা করবে, আর কতক্ষণ এ অসহায় অবস্থায় এ নির্জ্জন বনে থাকতে হবে। হে জগদীশ্বর! হে করুণাময়! হে বিপত্তে মধুসূদন! কৃপা করে এ বিপদ-কালে আমাদের রক্ষা কর। আমার জন্য কাতর নই, আহা! এই দুটি বালিকার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠল। আহা! এই রাজকুমারী, যিনি রাজভোগে কালক্ষেপ করেন, দাস দাসীরা সর্ব্বদা যাঁর সেবা করে, সেই রাজবালা কিনা আজ ধরাতলে ধুলি ধুসরিত অঙ্গে, মলিন বদনে অনাথিনীর ন্যায় এই বিজন বনে অবস্থান কচ্চেন। যাঁর সামান্য অসুখ হলে রাজা রাণী পৃথিবী শূন্য দেখেন, সেই রাজকন্যা কিনা এখন এই বনে অসহ্য যাতনা ভোগ কচ্চেন; এমন কি, তাঁর প্রাণের আশা পর্য্যন্তও নাই। হায়রে! এ বিপদকালে একটি আশ্বাস বাক্য বলে এমন লোক নাই। আমিও কি অভাগী, যাকে জন্মাবধি বক্ষে ধারণ করে আপনার গর্ভজাত কন্যার ন্যায় লালন পালন করে আসচি, আজ কিনা তাকে স্বহস্তে জলাঞ্জলি দিতে বসেছি? উঃ আমার হৃদয় কি কঠিন! আর ত যন্ত্রনা সহ্য হয় না, কি করি, কি উপায়ে এ কঠোর যন্ত্রনা হতে মুক্তি লাভ করি। রে প্রাণ! মানে মানে আমার দেহ হতে প্রস্থান কর, নতুবা স্বয়ং তোকে দূর করব। (ক্রন্দন)

বি। (জনান্তিকে) একি? এঁরা কারা?—বৃদ্ধার কথায় জানলেম ভূতলশায়িনী যুবতীদ্বয়ের মধ্যে একটি রাজকন্যা, কোন্ রাজার কন্যা? (দেখিতে দেখিতে) এঁদের যেন কোথায় দেখেচি বলে বোধ হচ্চে? কোথায় দেখেচি? (চিন্তা)

বিজয়কেতুর পশ্চাতে একান্তে লছমন সিংহের প্রবেশ।

ল। একি যুবরাজ এখানে?

বি। কেও? আস্তে।

ল। আজ্ঞা আপনার শ্রীচরণ সেবক।

বি। লছমন? আস্তে কথা কও। এখানে কেন?

ল। আপনার অন্বেষণে।

বি। আমি শিবিরের সকলের অজ্ঞাতে একাকী এখানে এসেছি, তুমি কেমন করে জানতে পাল্লে ?

ল। শিবিরের প্রহরীর মুখে শুনলেম যে প্রায় এক প্রহর হল আপনি এই বনে প্রবেশ করেছেন।

বি। প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি এখানে এসেছি সে কি করে জানলে ?

ল। আজ্ঞা হাঁ জিজ্ঞাসা করেছিলেম, সে বল্লে যে আপনি যখন শিবির হতে বহির্গত হন, সে আপনার অজ্ঞাতসারে আপনাকে এই অরণ্য পর্য্যন্ত অনুসরণ করেছিল। তার মুখে একথা শুনে আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হল। একে অন্ধকার রজনী, তাতে হিংস্র জন্তুগণপূর্ণ নির্জ্জন অরণ্য, তাতে আমার হতাবশিষ্ট দুরাচার যবনেরা এই বনে আছে। এই সকল ভেবে আমি আর নিশ্চিন্ত হয়ে শিবিরে থাকতে পাল্লেম না, সুতরাং এলেম।

বি। তা এসেছ বেশ করেছ, এখন বল দেখি লছ্মন্! সেই রমণী তিনটির কি কোন সন্ধান পেয়েছ ?

ল। কোন্ রমণী তিনটি যুবরাজ ?

বি। গতকল্য অপরাহ্ণে যে রমণী তিনটিকে দুরাচার দস্যু যবনদের হস্ত হতে রক্ষা করেছিলেম ?

ল। আজ্ঞা না যুবরাজ, তাঁদের আর কোন সংবাদই পাই নাই।

বি। (রমণী তিনটিকে দেখাইয়া) লছ্মন্! ঐ রমণী তিনটি কারা বল দেখি ?

ল। যুবরাজ! এঁরাই তাঁরা।

বি। এঁরাই ত বেশ করে দেখ দেখি ?

ল। (পুনঃ দেখিয়া) আজ্ঞা হাঁ এঁরাই তাঁরা।

বি। তবে এক কর্ম্ম কর, শিবির হতে তিন খানি শিবিকা নিয়ে এস।

ল। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান।)

বি। আহা! এঁদের অতিশয় কষ্ট হয়েছে, আর ত দেখ্‌তে পারি না, সম্মুখে যাই। (রমণীত্রয়ের সম্মুখে গমন।)

দ। (সচকিতে) কে তুমি? (মালতী ও চপলা সভয়ে উঠিয়া বসিলেন)

বি। অতিথি।

দ। বোধ হয় তুই দস্যু যবনদের গুপ্ত চর। এখান পর্য্যন্তও অনুসরণ করেছিস্? এখনও কি সেই বিক্রমকেশরী যুবার হস্ত হতে তোরা তোদের দুষ্কৃতির প্রতিফল পাস নাই? নরাধম! সতীর অমূল্য সতীত্বধর্ম্ম নষ্ট করাই কি তোদের প্রধান উদ্দেশ্য?

বি। দেবি! ক্রোধ সম্বরণ করুন। ভয় নাই, আমি নরপিশাচ যবন বা তাদের গুপ্ত চর নই, আমি ক্ষত্রীয়। গতকল্য অপরাহ্নে আপনাদিগকে দস্যু যবন হস্ত হতে এ অধমই মুক্ত করেছিল। এ অধমই সেই যুবা।

দ। ক্ষত্রীয় হলে তোমার এ বেশ কেন?

বি। এই বেশইত আমাদের ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ?

দ। পূর্ব্বে ছিল বটে—এখন নয়। আপনি যে যবন নন তার আর প্রমাণ কি? আপনি আর কোন চিহ্ন দেখাতে পারেন?

বি। আজ্ঞা হাঁ। (অঙ্গুলি হইতে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরী দান)

দ। (অঙ্গুরী দেখিয়া করযোড়ে) যুবরাজ! আমার গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। অন্ধকারবশতঃ চিন্‌তে না পেরে, আপনাকে অনেক কটূক্তি করেছি। অনুনয় করে নিবেদন কর্চ্চি—এজন্য আমাকে কৃপা করে ক্ষমা করুন।

বি। ভদ্রে! আপনি অত কাতর হচ্চেন কেন? কুণ্ঠিতা হবেন না। এক্ষণে আমার একটি অনুরোধ আছে, কৃপা করে রক্ষা কল্লে অনুগৃহীত হই।

দ। সে কি যুবরাজ? কি কথা—আজ্ঞা করুন?

বি। আপনাদের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হলে পরমাপ্যায়িত হই।

দ। এই কথা? তা একি অনুরোধ? যুবরাজ! ইনি বালাণ্ডার অধিপতি রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা—নাম মালতী; ইনি এঁর সহোদরা তুল্য চির-প্রিয়-সঙ্গিনী—নাম চপলা। আর এঁরা আমার ছাত্রী—এ অভাগীর নাম দয়াবতী।

বি। আপনাদিগের বাটী কোথায়?

দ। বালাণ্ডা নগরী।

বি। আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন ?

দ। তীর্থ পর্য্যটনে।

বি। আপনারা অতিশয় ভয়ানক সময়ে বাটীর বাহির হয়েছেন। জানেন ত এখন ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানেই দুষ্ট যবনেরা পরিভ্রমণ কচ্চে, ভারতবাসীরা সদাই সশঙ্কিত। ঈশ্বর না করুন, কখন কি বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় সকলেই এক প্রকার জীবন্মৃত হয়ে রয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর সময়ে এই দুটী সুন্দরী যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ পর্য্যটনে যাওয়া, আমার মতে যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। যা হক ঈশ্বর রক্ষাকর্ত্তা। আর এক কথা—আপনারা কখন এ বনে প্রবেশ করেছিলেন ?

দ। আমরা যখন দেখ্‌লেম যে আপনি দস্যুদের প্রায় অর্দ্ধেক লোককে নষ্ট করেছেন, বাকিগুল আপনার আপনার প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল, আর আমাদের উপর তত লক্ষ্য ছিল না, সেই সুযোগে আমরা সসব্যস্ত হয়ে এই বনে প্রবেশ কল্লেম।

বি। বেশ করেছিলেন, সদ্বুদ্ধির কার্য্য করেছিলেন। আমি দস্যুদের সমুচিত শাস্তি দিয়ে আপনাদের অনুসন্ধান করেছিলেম। পরে দেখা না পাওয়াতে ভাবলেম যে, আপনারা কোন লোকালয়ে গিয়েছেন। এ বনে যে প্রবেশ করেছিলেন, তা আমি ঘুণাগ্রেও মনে করি নাই। আরও গত রাত্রে যে কোন অমঙ্গল ঘটে নাই এই মঙ্গল।

দ। ঈশ্বর রক্ষাকর্ত্তা।

বি। এখন আপনারা কোথা হতে আসছেন ?

দ। ৺ কাশীধাম হতে।

বি। কাশীধামে তীর্থ ভিন্ন আর কি প্রয়োজন ছিল ?

দ। কাশীশ্বরের কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করবার প্রয়োজন ছিল।

বি। সাক্ষাৎ হয়েছে ?

দ। হয়েছে, কিন্তু না হলেই ভাল ছিল।

বি। কেন—কেন ?

দ। কারণ কাশীশ্বর এখন যবন কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। এখন রাজপরিবারের যেরূপ দুরবস্থা হয়েছে, আহা! তা দেখ্‌লে পাষাণ

হৃদয় ব্যক্তিরও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়। তাই বলচি সাক্ষাৎ না করাই ভাল ছিল।

বি। সেকি! কাশীশ্বর এর মধ্যেই যবন কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন? আমি না তাঁর সাহায্যার্থে যাত্রা করেছিলেম? আমি পৌঁছতে না পৌঁছতেই দুষ্টেরা তাঁকে সিংহাসনভ্রষ্ট কল্লে? (পরিক্রমণ)

লছ্‌মন সিংহের পুনঃ প্রবেশ।

ল। যুবরাজ! শিবিকা প্রস্তুত।

বি। দেবি! যদি কোন বিশেষ আপত্তি না থাকে, তা হলে শিবিরে গমন করে, একটু বিশ্রাম কল্লে হয় না—শিবিকা প্রস্তুত।

দ। যিনি আমাদের জীবন-দাতা, তাঁর আশ্রয় নিতে কি বাধা কি আপত্তি আছে? এত আপনার অনুগ্রহ। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, আপনি দীর্ঘজীবি হউন, কখন যেন বিপদ আপনাকে আশ্রয় না করে, সদা সুখে স্ত্রী পুত্র নিয়ে কাল যাপন করুন।

সকলের প্রস্থান।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—০—

রাজমহল প্রান্তরস্থ—পটগৃহ।

মালতী ও চপলা আসীনা।

চপ। (স্বগত) যা ভেবেছিলেম তাই ঘটেছে, তা না হলে সদাসর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকবেন কেন? সে অতুল রূপরাশি দিন দিন মলিন হবে কেন? শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি আড়াই হাত তফাত, তাকি আমার বুঝতে বাকি থাকে? তা হলে মালতী কি নির্ব্বোধ! লজ্জায় আমার কাছে ওঁর মনের ভাব গোপন করে রাখ্‌চেন, তা দেখি কত দিন এ ভাব থাকে। আমিও কিছু বলব না, রোগীর মুখেই রোগ ব্যাক্ত করাব (প্রকাশ্যে) সখি! কেমন সুন্দর রূপ; (মালতীকে নিরুত্তর দেখিয়া স্বগত) তাইত অষুধ যে ধরেচে দেখ্‌তে পাচ্চি, এর মধ্যে হাবুডুবু খাচ্চে্‌ন, সম্পূর্ণ বিকার, একেবারে বাক্‌রোধ এ অষুধের এই গুণ (প্রকাশ্যে) সখি! কেমন রূপ বল দেখি?

মালতী। কার।

চপ। তোমার মনে যাগছে রূপ যাঁর, যিনি কেড়ে নিয়েছেন মনটী তোমার।

মাল। মুখে আগুন তোমার, কার রূপ জাগছে? কে আমার মন কেড়ে নিয়েচে?

চপ। যে তোমায় বঁড়সীতে গেঁতে প্রাণ ভরে খেলাচ্চে?

মাল। এখন ঠাট্টা ছাড়, পষ্ট করে বল।

চপ। বলি তবে রাগ করবে না সেই যুবরাজ।

মাল। কোন যুবরাজ?

চপ। কেন? তুমি কি তাঁকে চেননা?

মাল। চেনবার হলে অবশ্যই চিনতেম।

চপ। তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর দেখি সে চেনে কি না?

মাল। তুমি ছেঁদো কথা ছেড়ে—পষ্ট করে বল কোন যুবরাজের কথা বল্‌ছো?

চপ্। কেন? হাতে কি দু চারটে যুবরাজ আছে না কি, তাই কোনটী ঠিক কর্‌তে পাচ্চ না?

মাল। যা, আমি আর তোর সঙ্গে কথা কব না।

চপ। ডুবে ডুবে খেলে জল দেখা নাহি যায়।
কিন্তু ভাই লক্ষণেতে পরিচয় পায়॥

মাল। ডুবে জল খাব কেন?

চপ। বুঝেছি মনের ভাব লুকুলে কি রবে?
আজ কিম্বা কাল ভাই জানা জানি হবে॥

মাল। আমার মনের ভাব তুমি কি বুঝেছ?

চপ। ভাঁড়াইতে পারে লোক আর সবাকারে।
ছাপাইতে সঙ্গি জনে কিন্তু কেহ নারে।

মাল। কৈ আমিত কোন কথা সঙ্গিকে ভাঁড়াই নাই।

চপ। (কপট-ক্রোধে) কি ভাঁড়াও নাই?

মাল। না।

চপ। আমার মাথা ছুঁয়ে বল দেখি তুমি যুবরাজ বিজয়কেতুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষীনী হয়েছ কি না?

মাল। (লজ্জায় অধোবদন)

দয়াবতীর প্রবেশ।

মাল। ধাই মা আর কত দিন এখানে থাকতে হবে, প্রায় ১৫ দিন হয়ে গেল বাড়ী যাবার ত কোন উদ্যোগ দেখছি না, আপনি উদ্যোগ করুন, আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছ, আর এখানে একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

দয়া। আর ভেবনা মা আমাদের শীঘ্রই যাওয়া হবে।

মাল। কবে?

দয়া। আজই—এই দণ্ডে।

মাল। আমার দিব্বি, বলুন দেখি আজ কি যাওয়া হবে?

দয়া। হ্যাঁ আজ—ই আমি কি মিথ্যা কথা বলছি।

মাল। আমরা কিসে যাব ধাই মা?

দয়া। নৌকায়।

মাল। আবার নৌকায়?

দয়া। ভয় কি?

মাল। নৌকা কোথা পাবে?

দয়া। যুবরাজের অনুগ্রহে নৌকা প্রস্তুত হচ্ছে।

মাল। নৌকাতেও যদি মুসলমানেরা দৌরাত্ম করে?

দয়া। কবে যমালয় যাবে।

মাল। কে পাঠাবে?

দয়া। কেন যুবরাজ স্বয়ং।

মাল। ধাই মা! যুবরাজ কি আমাদের সঙ্গে যাবেন।

দয়া। হ্যাঁ যাবেন।

চপ। (স্বগতঃ) আঃ আমার প্রাণটা জুড়াল, আমি বাঁচলুম, কবিরাজ সঙ্গে না থাকলে কি রোগীর প্রাণ বাচান যায়।

লছমন সিংহের প্রবেশ।

লছ। আপনারা সকলে আমার সঙ্গে আসুন নৌকা প্রস্তুত, যুবরাজও সজ্জিত হয়ে আপনাদের জন্য গঙ্গাকুলে অপেক্ষা কচ্ছেন।

দয়া। কোন ঘাটে নৌকা আছে?

লছ। নিকটের ঘাট্‌টা অত্যন্ত কদর্য্য এজন্য একটু তফাতে যেতে হবে।

দয়া। আচ্ছা চল।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাকুল।

যুবরাজ বিজয়কেতু, দয়াবতী, মালতী, চপলা ও রসিকরাজ, এই ৫টী আরোহী সহিত একখানি নৌকা আসিতেছে।

দাঁড়ি ও মাঝির গীত।

আরে ও বড় বড় ঢেউরে দেখে হাল ছেড় না মন।
হরি হরি বলে সবাই কোসে ওজন টান ভোলা মন রে॥
পিতে বল, মিতে বল, কেউ কারু নয় ভাই,
চোক বুজলে সব ফুরিয়ে যাবে, পুড়ে হবি ছাই॥
রাজার পাপে রাজ্যি গেল, হচ্চে বড় গোল;
গণেশের মা ভিক্ষে দিচ্চে, পাগলে বাজায় ঢোল॥

(গীতান্তে হাওয়া উঠিল।)

বি। ওরে এইখানে নৌকা বাঁধ, একটা হাওয়া উঠল। তোরা খাওয়া দাওয়া করবিনে?

দ। এজ্ঞে হাঁ।

বিজয়কেতু ও রসিকরাজ অবতরণ করিলেন।

বি। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমরা কিছু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসি।

দ। সত্বরেই আসবেন।

বি। আজ্ঞা হ্যাঁ—এখনি আসবো।

উভয়ের প্রস্থান।

দ। মালতি, চাঁপা! চল দেখি একটু ওপরে ওঠা যাক।

মাঝি। না মা ঠাকরুণরা, আপনারা উঠবেন না।

মা। যখন বারণ কচ্চে তখন উঠে কাজ নাই। আর কতদূর যেতে হবে ধাই মা?

দ। এখনও অনেক দূর যেতে হবে।

মা। আচ্ছা আমরা কতদূর এসেছি?

দ। মোটে ৪।৫ ক্রোশ এসেছি।

বৃষ্টি ও ঝড় বৃদ্ধি হইল।

দ। ওমা ঝড় উঠ্‌ল যে—বৃষ্টিও এল।

মাঝি। মা ঠাকরুণ, ঐ জন্যেই বারণ কচ্ছিলেম উপরে উঠবেন্ না, এখনই নৌকা ছেড়ে দিতে হবে।

দ। এখনি ছাড়বি কিরে? যুবরাজ যে বাইরে গেছেন?

মাঝি। বাইরে গেছেন তা আমরা কি করব! যে ঝড় উঠ্‌ল এতে কি নৌকো বেঁধে রাখা যায়? নৌকো বাঁধা থাক্‌লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে? ঈস্ আর রাখ্‌তে পারিনে! (নৌকা খুলিয়া দিল)

ঝড় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল, মাঝিরা চিৎকার করিতে লাগিল ও কিঞ্চিৎ পরে নৌকা জলমগ্ন হইল।

বিজয়কেতু ও রসিকরাজের প্রবেশ।

বি। কৈ বয়স্য নৌকা কৈ? আমরা কি সেই স্থানেই এসেছি?

রসি। আমরা ত সেই স্থানেই এসেছি বটে, কিন্তু নৌকাত দেখ্‌তে পাচ্ছিনা।

বি। তবে কি ঝড়ের ভয়ে নৌকা খুলে দিয়েছে? ঝড়ও ত এখন বিলক্ষণ রয়েছে।

রসি। তবে নিশ্চয় নৌকা খুলে দিয়েছে।

বি। তাহলে ত ভাল বোধ হচ্ছে না—গঙ্গায় ত একখানি

নৌকা দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আমার যে ভাল বোধ হচ্চে না, সর্ব্বনাশ ত হয় নাই ?

রসি। যখন এটা একটা আঘাটা, বোধ হয় মাঝিরা এ স্থান ত্যাগ করে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে নৌকা নিয়ে গিয়ে থাকবে।

বি। তোমার এ আশ্বাস বাক্য আমার মনে স্থান পাচ্চে না।

রসি। আপনি কি মনে কচ্ছেন যে মাজিরা এখন নৌকা খুলে দিয়েছে ? কখনই না, নিশ্চয়ই তারা অন্য স্থানে নিয়ে গেছে।

বি। তাই যেন হয় (ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে) ঐ না কি একটা পড়ে রয়েছে ?

রসিক। কই যুবরাজ ?

বিজয়। ঐ যে অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্চে না, এস দেখি নিকটে গিয়ে দেখা যাক।

উভয়ের প্রস্থান।

বি। (নেপথ্যে) একি, এযে একটা মৃত দেহ !

রসি। (নেপথ্যে) তাইত ! চলুন ঐ দিকে নিয়ে যাওয়া যাক (একটা মৃত দেহ বহন করিয়া উভয়ের প্রবেশ)

বি। (দেহ রাখিয়া) বয়স্য এযে স্ত্রীলোক ! ঈস্ একি ! ইনি যে দয়াবতী ! কি সর্ব্বনাশ ! তবেত নৌকা জলমগ্ন হয়েছে, বয়স্য এখনও এঁর নিশ্বাস বচ্ছে এখনও জীবিত আছেন (দুইজনে শুশ্রুষা আরম্ভ করিলেন)

দ। (চৈতন্য পাইয়া) আপনি কে ?

বি। আমি বিজয়কেতু নৌকা কোথায় ? মালতী কোথায় ? চপলা কোথায় ?

দ। (ক্ষীণস্বরে) সব জলমগ্ন হয়েছে, কে কোথায় গেছে কিছুই জানি না।

বি। কি সর্ব্বনাশ ! সকলে জলমগ্ন হয়েছেন ? রসিক ! তুমি শীঘ্র কিনারায় কিনারায় দেখতে দেখতে যাও, আমি এঁকে শুশ্রূষা করি।



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বালাণ্ডা—রাজা চন্দ্রকেতুর সভা।

চন্দ্রকেতু সিংহাসনে মৌনভাবে—পার্শ্বে মন্ত্রী ও চতুর্দ্দিকে সভাসদ্‌গণ যথাযথা স্থানে উপবিষ্ট।

রাজা। মন্ত্রি! বহুদিবস গত হ'ল বৃদ্ধ ভূপতি লক্ষ্মণসেনের কোন সংবাদ না পাওয়াতে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি। জনরবে শুনতে পাচ্ছি, কতদূর সত্য বলতে পারি না, কুতবুদ্দিনের প্রেরিত সেনাপতি বখতিয়ার খিলিজি নাকি সসৈন্যে বঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। বঙ্গেশ্বর ভীরু স্বভাব বিশিষ্ট, বৃদ্ধ, ও যুদ্ধ বিষয়ে অত্যন্ত অনভিজ্ঞ। আর হিন্দুধর্ম্ম বিরোধী মুসলমানেরা বলিষ্ঠ, কষ্টসহ, রণ-দক্ষ ও কপট। অনেক হিন্দু ভূপতি তাদের নিকট পরাজিত হওয়াতে, দুরাচারেরা জয়মদে মত্ত হয়ে ভারতবাসীগণকে একেবারে পদদলিত কচ্ছে, পাপিষ্ঠদের দমনের জন্য চেষ্টা কচ্চেন না। মন্ত্রি! কি আক্ষেপের বিষয়! ভারত মাতা চিরকাল স্বাধীন থেকে, এখন কিনা পরাধীনতা নিগড় পদে ধারণ কল্লেন। ক্ষত্রিয় ভূপতিরা যে কি ভেবে এ অসহ্য অবমাননা সহ্য কচ্ছেন্ তা কিছুই ভেবে স্থির কত্তে পাচ্ছি না। তাঁরা কি ক্ষণকালের জন্য একবার মাত্রও ভাবচেন না, যে স্বাধীনতা গেলে তাঁদের দুর্বৃত্ত যবনদের আজ্ঞানুবর্ত্তি হয়ে থাকতে হবে? ঈশ্বর না করুন, যদি এরূপই ঘটে, তাহলে তাঁদের শ্রেষ্ঠ পদাভিমান আর বাহুবলের গরিমা কোথায় থাকবে? মন্ত্রিবর! ভাব দেখি তাহলে কি শোচনীয় অবস্থাই হবে? আরও দেখ ভারতে কোটি কোটি হিন্দু থাকতে কতিপয় বিদেশী মুসলমান এসে অল্প আয়াসেই জয়লাভ করবার বিশেষ চেষ্টা করছে। সকলে এক প্রাণ হয়ে তাদের ভারত হতে বহিষ্কৃত কত্তে পাচ্ছেন না। এখন দেখছে যে চির-

কালের জন্যে অমূল্য স্বাধীনতাধনে বিসর্জ্জন দিয়ে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হচ্ছে, তথাচ চিরশত্রুর উচ্ছেদ সাধনে ক্ষণকালের জন্যও যত্নশীল হচ্ছে না। অধুনা ভারতের যেরূপ অবসন্নাবস্থা ঘটছে তাতে যে জরাজীর্ণ স্থাবর ভূপতিরা দুরন্ত যবনবেগ নিবারণ কত্তে পারেন, এমন ত বিশ্বাস হয় না। আর তাদের অধঃপতনে আমাদিগকেও তাঁদের অনুগামী হতে হবে।

মন্ত্রি। মহারাজ! যা আজ্ঞা কচ্ছেন তা সকলই সত্য, তবে ভাবি অনিষ্ট আশঙ্কায় মনকে প্রপীড়িত করবেন না। বঙ্গেশ্বরের জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় অসংখ্য সেনাবলে বিশাল রাজ্য রক্ষা করবেন, যবনেরা কখনই তাঁর প্রতাপরাশির ন্যূনতা কত্তে সক্ষম হবে না; আর যবন পরাজিত ভূপতিগণও এই উদ্যোগে শত্রুবল খর্ব্ব কত্তে উৎসাহিত হবেন, কেহই বৈরনির্য্যাতনে পরাঙ্মুখ হবেন না।

রাজা। মন্ত্রিবর! দুঃখের সময় হাসি এল। তুমি কি মনে কচ্চ যে সিংহাসন ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় মহীপালেরা যবন প্রতিকূলে শস্ত্রপাণি হবেন? তা ভ্রমেও বিশ্বাস করো না। ওটি বর্ত্তমান হিন্দুদের স্বভাবের একান্ত বিপরীত। আধুনিক হিন্দুরাজগণ একতা বিরহিত, বীর্য্যহীন আর বিলাস প্রিয়। আর এই বিলাস-প্রিয়তাই সকল অনিষ্ঠের মূল। কাহারও কণিকামাত্র বিষ নাই, অথচ কুলার ন্যায় প্রশস্ত চক্র ধরে আছেন। মন্ত্রি! তুমি অবধারিত জেনো যে কেহই লক্ষ্মণসেনের সহায়তা করবেন না, বরং বিপক্ষের আশ্রয় নেবেন।

মন্ত্রী। মহারাজ বঙ্গেশ্বরের অন্যের আনুকূল্যের আবশ্যকতা নাই তিনি স্বীয় সেনাবলে দুরাচার দস্যু যবনদিগকে দূরীভূত কত্তে সক্ষম হবেন।

রাজা। বীর্য্যহীন গমনক্ষম ব্যক্তি বদ্ধ পরিকর হয়ে রণদুর্ম্মদ যবন বিরোধী হয়ে তাদের সম্মুখীন হবে একথা আকাশকুসুমবৎ অসম্ভব। আর বৃথা সাহসের উপর নির্ভর করে অস্ত্রধারী হলেই বা কি হবে, বসুমতী বীরাধীনা, তিনি কখনই বীর্য্যহীনের আশ্রয় গ্রহণ করেন না।

মন্ত্রি। মহারাজ! আপনি যতই কারণ দর্শান, যবনেরা কখনই বঙ্গে জয়লাভ কত্তে পারবে না।

রাজা। কে ক্লেশপদ হবে?

মন্ত্রী। কোন না কোন সংগ্রাম-কুশল ব্যক্তি।

রাজা। মন্ত্রি! কর্ণধার বিহীন তরণী কতক্ষণ ভাসমান থাক্‌তে পারে? আমি দিব্য চক্ষে উপস্থিত বিপদের চরম ফল দেখতে পাচ্ছি। এ যাত্রা বঙ্গবাসীগণের কিছুতেই নিস্তার নাই।

মন্ত্রি। কিন্তু মহারাজ! তাই বলে কি একেবারে হতাশ্বাশ হওয়া উচিত? যতক্ষণ ক্ষমতা থাকবে ততক্ষণ কি বিধিমতে রক্ষা করবার চেষ্টা করা উচিত নয়? পরে ফলাফল দৈবাধীন। দৈব কৃপা ভিন্ন সুফল প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই।

রাজা। মন্ত্রি! তোমার শেষ কথাটি আমার মনে স্থান প্রাপ্ত হল, আমার বেশ বোধ হচ্ছে দৈব-ক্রোধে উপস্থিত বিপদ বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, মঙ্গল আচরণ কার্য্যানুষ্ঠানে দৈব-ক্রোধের শান্তি করতে পারলে অবশ্যই এ ঘোর বিপদ হতে মুক্তি লাভ করবো।

মন্ত্রি। মহারাজ এ অতি উত্তম কার্য্য; আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে এ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, করবার কোন ব্যাঘাত নাই।

রাজা। তবে আর বিলম্ব কেন, যত শীঘ্রই এ শুভ কার্য্য সম্পন্ন হয় ততই মঙ্গল।

শান্তশীল কারাধ্যক্ষের প্রবেশ—প্রণাম
ও কুণ্ঠিতভাবে দণ্ডায়মান।

রাজা। কি সংবাদ শান্তশীল?

শান্ত। মহারাজ বড় ভয়ানক সংবাদ, অভয় দান দিলে এ দাস শ্রীচরণে নিবেদন করতে পারে।

রাজা। কি ভয়ানক সংবাদ? অভয় দিলাম শীঘ্র বল?

শান্ত। মহারাজ! আমি এক বিষয়ে মহারাজের শ্রীচরণে বিশেষ অপরাধি হয়েছি।

রাজা। কি বিষয়ে অপরাধি হয়েছ শীঘ্র বল?

শান্ত। মহারাজ! দুর্বৃত্ত যবন ভৃত্য দুরাচার রাম হাজরা কারাগার হতে সকলের অজ্ঞাতে পলায়ন করেছে।

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! রাম হাজরা পলায়ন করেছে? কি করে পলায়ন করেছে শান্তশীল?

শান্ত। মহারাজ! তা আমরা অগ্রে জ্ঞাত হতে পারি নাই। অনেক তদন্তের পর এখন জ্ঞাত হয়েছি যে, কারাগারের দক্ষিণ দিকে একটা গুপ্ত দ্বার ছিল, দ্বারটা জীর্ণ হওয়াতে দুরাচার কোন প্রকারে সেটা ভগ্ন করে সেই পথ অবলম্বন করে পলায়ন করেছে।

রাজা। কি? দক্ষিণ দিকের গুপ্ত দ্বার জীর্ণ ছিল? তুমি তা পূর্ব্বে লক্ষ কর নাই? উঃ কি ভয়ানক সংবাদ শান্তশীল তুমি এখন আমায় দিলে। আমার বিলাসভবন ধূলিশায়ী হলেও তত ক্ষতি বোধ হয় না, যত বোধ হয় কারাগার সামান্য জীর্ণ থাকলে। তুমি জান যে রাম হাজরা একজন দুর্দ্দান্ত দস্যু, আমি অনেক কষ্টে ও দুষ্টকে বন্দী করেছিলেম, সেই দুরাচার আজ সকলের অজ্ঞাতে পলায়ন করছে? যখন পলায়ন করেছে তখন আর তোমায় বৃথা ভৎর্সনা করে কি করবো, কবে পলায়ন করেছে?

শান্ত। মহারাজ। কত দিন যে পলায়ন করেছে তা আমি বলতে পারি না, তবে প্রায় এক পক্ষ হল কারাগারের প্রহরীর মুখে তার পলায়ন সংবাদ শুনেছি।

রাজা। তবে এত দিন আমায় বল নাই কেন?

শান্ত। মহারাজ! প্রহরীর মুখে এসংবাদ শুনে পাপিষ্ঠকে ধৃত করতে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেম, ইচ্ছা ছিল ধৃত করতে পারলে এসংবাদ আর মহারাজের কর্ণগোচর করব না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন স্থানে তার অনুসন্ধান না পাওয়াতে অবশেষে মহারাজের সুগোচর করতে এসেছি।

রাজা। দেখ মন্ত্রি! রামহাজরা একজন সহজ লোক নয়, তার অকার্য্য এ জগতে কিছুই নাই, সকল কার্য্যই সে অসঙ্কোচচিত্তে সম্পন্ন করতে পারে। একে সে দুশ্চরিত্রের লোক, তাতে আবার যৎপরোনাস্তি কারাকষ্ট পেয়েছে, এ অবস্থায় সে দুরাচার কোননা কোন অনিষ্ঠ চেষ্টা না করে কখনই ক্ষান্ত থাকবে না, সে বৈরনির্য্যাতনে ক্ষান্ত থাকবার লোক নয়, আরও জেন সে একজন যবনচর। মন্ত্রি! অবিলম্বে এ দুরাচারকে ধৃত করতে যত্নশীল হও, নতুবা আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি অচিরে কোন দুর্নিবার বিপদ রাজ্য মধ্যে ঘটবে।

লালসিং গুপ্তচরের প্রবেশ।

লাল। মহারাজ! অভিবাদন করি।

রাজা। কি সংবাদ লালসিং ? বঙ্গেশ্বর বৃদ্ধ লক্ষনসেনের কোন সংবাদ জ্ঞাত হয়েছে কি ?

লাল। মহারাজ! জ্ঞাত হয়েছি, কিন্তু এসংবাদ অতি অশুভ।

রাজা। কি প্রকার অশুভ ?

লাল। বঙ্গেশ্বর যবনকর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন।

রাজা। কি ? বঙ্গেশ্বর সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন ? কৈ যুদ্ধের তো কোন সংবাদ পাই নাই ?

লাল। মহারাজ! যুদ্ধ হয় নাই অথচ বঙ্গেশ্বর সিংহাসনভ্রষ্ট হয়েছেন।

রাজা। বিনাযুদ্ধে কি করে বঙ্গেশ্বর সিংহাসনচ্যুত হলেন ?

লাল। মন্ত্রীর বিশ্বাষঘাতকতায়।

রাজা। কি ? মন্ত্রীর বিশ্বাষঘাতকতায় ? সে কি করেছিল ?

লাল। মহারাজ! সে অতি ভয়ানক কথা। মন্ত্রী গোপনভাবে মুসলমানদের পক্ষে যোগ দিয়ে বঙ্গেশ্বরকে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিয়ে এতদূর ত্রাশিত করেছিল যে, তিনি কিছুতেই যবনদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ কর্‌তে সাহসী হতে পারেন নাই। মহারাজ! সে দুঃখের কথা আর কি বলবো বলতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, কেবলমাত্র ১৭ জন মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্য এসে তাঁকে সিংহাসনভ্রষ্ট করেছে।

রাজা। (সক্রোধে) কি বললে ? ১৭ জনমাত্র দস্যু এসে বঙ্গেশ্বরকে সিংহাসন চ্যুত করেছে ? (গাত্রোত্থান) ক্ষান্ত হও, লাল সিং ক্ষান্ত হও, আর শুনতে চাই না, আমি স্ত্রীর অঞ্চলধারী বিলাসপ্রিয় কাপুরুষ নই, তাহলে তোমার এ সংবাদে আনন্দিত হতেম, ছি ছি ছি। কি ঘৃণার কথা! কি লজ্জার বিষয়! ১৭ জন দস্যুতে রাজ্য অধিকার কর্‌লে ? বঙ্গে কি বীর নাই ? ভারতমাতা কি বীরশূন্য হয়েছেন ? হা বীর্য্যবান পূর্ব্বপুরুষগণ! তোমাদের সন্তানদের ক্রিয়া কলাপ একবার এসে স্বচক্ষে দেখ। উঃ আর সহ্য হয় না, বঙ্গ জনশূন্য ভীষণ অরণ্যে পরিণত হক্, বালুকাময় মরুভূমি হক্, জলপ্লাবিত

হক্, শৃগালের আবাসভূমি হক্, রসাতলে যাক্, বঙ্গবাসীদের হৃদয়ে শত শেল বিদ্ধ হক্, আর বঙ্গের জন্য ভাব্ব না, আর বঙ্গের হিত কামনায় সচেষ্টিত হব না, বঙ্গ যবন অস্ত্রানলে ভস্মিভূত হক্, চতুর্দ্দিকে হাহারব উঠুক।

প্রতিহারির প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজ! একজন ভেকধারি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। অনুমানে যবন বলে বোধ হল।

রাজা। কি? ভেকধারি যবন? কেন এসেছে জ্ঞাত হয়েছ?

প্রতি। তার প্রার্থনা সভাস্থলে এসে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করে।

রাজা। কি? যবন? বালাণ্ডায় যবন? বালাণ্ডার রাজদ্বারে যবন দণ্ডায়মান? যে যবন কাপট্যে লক্ষ্মণসেনকে সিংহাসনভ্রষ্ট করেছে, যে যবন হিন্দুর চিরশত্রু, যে যবন ভারত-স্বাধীনতা হরণে সংকল্প করেছে, যে যবন পতিপ্রাণা সতীর সতীত্ব নষ্ট করতে কণামাত্র কুণ্ঠিত হয় না, যে যবন হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী, সেই দুরাচার চক্ষুশূল যবন আজ আমার সভায় আস্তে চায়? আমি তার মুখ দেখব? তার সঙ্গে কথা কব? আমায় ধিক, আমার জীবনে ধিক, আমার বাহুবলে ধিক, আমার স্থূল দেহধারণে ধিক, আমি আর্য্য ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করে এখন পর্য্যন্ত দস্যুগণকে চুরিভূত কর্‌তে পাল্লেম না? এখন পর্য্যন্ত পাপিষ্ঠেরা নির্ভয়ে ভারতে বিচরণ করছে? আজ পর্য্যন্ত দুষ্টদিগকে দমন কর্‌তে পাল্লেম না? রে ক্রূরমতি যবন! তুই কি কু-অভিসন্ধিতে এখানে এসেছিস? তুই কি মনে করেছিস চন্দ্রকেতু লক্ষ্মণসেনের ন্যায় কাপুরুষ? তুই কি মনে করেছিস ছলে কৌশলে আমার সিংহাসন অধিকার করবি? তা কখনই মনে করিস্‌নে, আমি নাড়ি টেপার বংশসম্ভূত নই, আমি মহাবীর্য্যবান ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব, ক্ষত্রিয়েরা প্রাণ থাক্‌তে কারও নিকট অধীনতা স্বীকার করে না।

মন্ত্রী। মহারাজ! ক্রোধ সম্বরণ করুন, আগন্তুক যবন, কি কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি—কি শত্রুচর—এবং কেনই বা এসেছে, তার বিশেষ তদন্ত না করে কোপাবিষ্ট হওয়া অবৈধ। ভেবে দেখুন, আগন্তুক ব্যক্তি শত্রুচর বা যবন

না হয়ে যদি কোন সাধু ব্যক্তি মহারাজকে আশীর্ব্বাদ কত্তে এসে থাকেন, তাহলে তাঁর অবমাননা করা উচিত নয়। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির কোপাগ্নিতে তুলারাশীর ন্যায় সকলকে ভস্মিভূত হতে হবে। আমার মতে আগন্তুক শত্রু-পক্ষ লোকই হন বা যোগীই হন যত্নপূর্ব্বক সভাস্থলে আনাই কর্ত্তব্য। কারণ যদি যবনই হয়, তাহলে তার কূট প্রশ্নে তার আন্তরিক ভাব জ্ঞাত হওয়া যাবে, কখনই বাক্যাবরণে মনের ভাব গোপন করে রাখতে পারবে না।

রাজা। মন্ত্রি! তুমি অবধারিত জেন, আগন্তুক কখনই ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি নয়, কোন ছদ্মবেশী যবনচর গৃহ সন্ধান নিতে এসেছে। যবনেরা কাপট্যে বঙ্গে জয়পতাকা উড্ডিয়মান কচ্চে মাত্র, আধিপত্য এখনপর্য্যন্ত স্থাপন কত্তে পারে নাই। কেন না বঙ্গে অনেক করদভূপতি আছেন, তাঁরা আমার ন্যায় কেহই অদ্যাবধি যবনদের অধীনতা স্বীকার করেন নাই, সেই কারণে আমার বোধ হচ্ছে অচীরে একটা মহা যুদ্ধ উপস্থিত হবে। এই সময়ে দুষ্ট দমনে উদ্যোগি না হলে পরে অতিশয় অনিষ্ট সম্ভাবনা। মন্ত্রি! আগন্তুক ছদ্মবেশী যবন ভিন্ন আর কেহই নয়।

মন্ত্রী। মহারাজ! আগন্তুক যে যবন নয় একজন ধর্ম্মাত্মা একথা আমি বলছি না, কিম্বা যবন দমনে নিবৃত্ত থাকতেও আপনাকে বলছি না, আমার বলবার উদ্দেশ্য এই, আগন্তুক কে, আর কেনই বা এসেছে, অগ্রে তা জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য, পরে যখন প্রকাশ পাবে যে, বিপক্ষের লোক ছদ্মবেশে এসেছে তখন স্থির বুদ্ধিতে বিবেচনা করে যা কর্ত্তব্য বলে স্থিরীকৃত হবে তাই কার্য্যে পরিণত করা যাবে, রোষ পরবশ হয়ে সহসা কোন কার্য্য কর্‌লে পরিণামে পরিতাপ্‌ কর্‌তে হয়।

রাজা। আচ্ছা মন্ত্রি, তোমার কথায় আগন্তুককে সভায় আন্‌তে সম্মত হলেম, কিন্তু দেখো সে দুষ্ট যবন ভিন্ন আর কেহই নয়।

মন্ত্রী। প্রতিহারি! তুমি আগন্তুককে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

প্রতি৹ যে আজ্ঞা।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ।

একহাঁড়ি ক্ষীর হস্তে কমলাকান্তের প্রবেশ।

কম। আমাদের সঙ্গে নিমন্ত্রণগুলার কেমন আকর্ষণীয় সম্বন্ধ, অদৃষ্টে থাকলেই হয়। আঃ ব্যাটা জ্বালালে (নেপথ্য দেখিয়া) ওরে চলে অয়য়না? সব মাটী যে মাড়িয়ে আসচিস্? বেলাটাও অধিক হয়েছে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণটা ধড়ফড় করচে, আর কথা বেরুচ্ছে না। (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে এলি? কচ্চিস কি? এই ক্ষীর হাঁড়িটী রয়েছে, এই ক্ষুধার সময় যে একটু খাব তার যো নাই, তাহলে ব্রাহ্মণী একেবারে আমার সপিণ্ডকরণ পর্য্যন্ত করে ফেলবেন। (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে আয় না?

(নেপথ্যে) এই যে যাচ্ছি, অত কচকচি কচ্চ কেন? মোর সরিল আর সরিল নয়। ওঃ মাথায় একটা তরমুজের বোঁটা আছে বলে কথাতে একেবারে ছুনিয়াটা কিনে রেখেছ আর কি?

একটা পুঁটুলি মাথায় ভৃত্য হরিদাসের প্রবেশ।

হরি। ঠাউরমশাই! মুই বুঝি আর টল্লিক্তে বতি পারলাম না, টল্লির গুঁতোয় মোর গাটা কেঁপতেছে, এট্টু দেঁড়িয়ে ধর মুই টল্লিতে নামাই।

কম। মহানন্দ এখানথেকে অনেকদূর, এরমধ্যেই নামাবি? আর একটু চ বাপু, আর একটু এগিয়ে গিয়ে নামাস।

হরি। আহা! কি নসের কথাই টস্‌টসাচ্চ আর কি? দাদা গাছ কাটে আর দিদি পানি হেন দ্যাখে; তোমার কি? তুমি আজার ব্যাটা আজার মতন মজাটা করে এমনি করে গা হেল্লে ছুল্যে যাচ্চ, আর মোর পরাণটা বোজার গুঁতোয় ধড়্‌ফড়্‌ ধড়্‌ফড়্‌ করতেছে, মুই আর বোতি পাল্লাম না।

কম। পারবি পারবি, আর একটু চ। ওই দেখ দোকান দেখা যাচ্ছে, ঐখানে গিয়ে তল্লি নামিয়ে দেবো, আর তোকে কিছু খেতে দেব।

হরি। মুই ত আর বলদ নই যে হ্যা হো কাঁজি ফুঁতি, হাঁড়ি ক্ষুঁড়ি,

ছাই পাঁশ বব? যেমনে চেলিয়ে নেষাবা ক্যেমনে যাব? না ধর তো মুই টৌল্লি ফেলাই (তল্লি ফেলিতে উদ্যত।)

কম। (শশব্যস্তে) আরে করিস্ কি করিস্ কি? তবে নামা (তল্লি নামাওন)

হরি। (উপবেশন করিয়া) আ! আম বল, মোর মাতাটা হাল্কা হল, ঠাউর মশাই! মোরে এট্টু হাওয়া করনা গা?

কম। মর ব্যাটা আমি তোকে বাতাস করব? আমি কি তোর চাকর নাকি?

হরি। তা তাই ঝ্যান না হলে, তাই বলে কি তোমার শরিলে এট্টু চেঁহ নেই গা? এট্টু ঠ্যাশান দিয়ে বসি (তল্লি ট্যাসানে উদ্যত)

কম। (তল্লি সরাইয়া) আরে ব্যাটা করিস্ কি? তল্লি কি তোর বালিস?

হরি। ঠাউর মশাই! টল্লিতে এ হাঁড়ির মদ্দি কি গা?

কম। (স্বগত) সর্ব্বনাশ কর্‌লে, ওর ভিতর ত সন্দেশ আছে, বল্লে ত আর রক্ষা থাকবে না (প্রকাশ্যে) ওর মধ্যে সর্প আছে।

হরি। (স্বগত) ওর মদ্দি মোণ্ডা আছে মুই জানি। যখন হাঁড়ির মদ্দি মোণ্ডা পোরো মুই দেখিছি। আচ্ছা ঠাউর মশাই তোমায় দ্যাকাচ্চি। (প্রকাশ্যে) যার নাম কল্লে ওকি নোকে খায়?

কম। ওকে লোকে খায় না, ও—ই লোককে খায়।

হরি। ক্যামনে খায় গা?

কম। (হস্ত ফণার ন্যায় করিয়া) এমনি করে ফোঁস্ করে কামড়ে খায়?

হরি। তবে কি ওর মদ্দি নতা পুরে রেখেছ?

কম। হ্যাঁ।

হরি। ও বাবা সাপ? গড়ুর ৩। অস্থি কঁস্থ মারনির মাতা ভেগনে বেসকী তথা, যরাতকারু মারনীর পেতনি মনসা দেভি নমোস্তুতে গড়ুর, গড়ুর, গড়ুর।

কম। হরিদাস! বাপু আর বেলা নাই, অনেকদূর যেতে হবে, বিদ্যাসাগর মহাশয় এসে আমাদের এখানে বসে থাকতে দেখলে ভারি রাগ করবেন, তবে এখন চল বাপু আমরা এখান থেকে যাই।

হরি। ঠাউর মশাই! তোমার পায়ে পড়ি, মুই আর টল্পি বতি পারব না।

কম। কেনরে?

হরি। মোরে সাপে খেয়ে ফেলাবে।

কম। আচ্ছা যাতে না খায় এমন একটি ঔষধ দিব।

হরি। কি ওষুদ ঠাউর মশাই?

কম। এক ছিলিম গাঁজা।

হরি। কই কই, ঠাউর মশাই শিগ্‌গির দাও ২, মোরে বুঝি সাপে কেম্‌ড়েছে, বড্ডো জ্বালা করতেছে, গ্যাঁজা খেলে একখুনি সারবে, শিগ্‌গির দাও, শিগগির দাও।

কম। এই নে (গাঁজা দেওন)

হরি। ঠাউর মশাই অগ্নি দ্যালে, সেজে এক টান টেনে দ্যালে না?

কম। মর ব্যাটা—আমি কি গাঁজা খাই?

হরি। সে কি ঠাউর মশাই, তুমি গ্যাঁজা খাওনা? তবে হাতী কেন ক্যামনে? মোদের গাঁয়ের অনেক বাবুরা—ঘরে চাল নেই, কোমরে দুহাত কাপড় নেই, কিন্তু রোজ সাঁজের ব্যালা গ্যাঁজা খেয়ে হাতি কিস্তে কিস্তে বাড়ী যায়।

কম। এখন তবে চ?

হরি। এই যে যাচ্চি ঠাউর মশাই, তোমার হাতে ও হাঁড়ির মদ্দি কি গা?

কম। (স্বগত) ব্যাটা মজালে দেখছি, (প্রকাশ্যে) এতে সাপের বিষ আছে।

হরি। (স্বগত) ক্ষীর তোমার সাপের বিষ হল বটে? আচ্ছা তোমায় দ্যাখাচ্চি (প্রকাশ্যে) মোর বড্ডো খিদে নেগেছে।

কম। ওই আগে দোকান আছে, দুপয়সার মুড়ি কিনে দেব এখন। তবে আয় আমরা যাই অনেক দূর যেতে হবে, একটু চলে চলে আয়।

হরি। চল ঠাউর মশাই আগে আগে চল।

(কমলাকান্ত অগ্রে ও হরিদাস পশ্চাতে যাইতে যাইতে একটী একটী করিয়া সন্দেশ খাইতে খাইতে চলিল।)

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুষ্করিণী—শান বাঁধান ঘাট।

কমলাকান্ত ও হরিদাসের প্রবেশ।

হ। (সন্দেশের হাঁড়ী হটাৎ ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিতে করিতে) ঠাউরমশাই গো মলাম, মলাম, মলাম—পরাণটা বাঁচাও জ্বলে মলুম জ্বলে মলুম (শুইয়া ক্রন্দন।)

ক। কি হয়েছে? ও হাঁড়ী ফেলে দিলি কেন?

হ। মোরে সাপে কেমড়েছে।

ক। সাপ সব কোথায় গেল?

হ। (সক্রন্দনে) চোকের মাতা কি খেয়েছ? দ্যোখতে পেলে না ঐযে গত্তের মদ্দি সাপগুল সব ঢুকে গ্যাল।

ক। শ্বশুরব্যাটা সর্ব্বনাশ করেছ? তোমায় সাপে কামড়েচে? সাপ সব গত্তের মদ্দি গেছে? (ক্ষীরের হাঁড়ি রাখিয়া প্রহার) হারামজাদা, পাজি, তোমায় সাপে কেমড়েচে? আমার সঙ্গে বজ্জাতি? বজ্জাতি করবার লোক পাওনি? (প্রহার)

হ। (সক্রন্দনে) ঠাউর মশাই মোরে মেলে? মুই কোন ঘাট করিনি, মোরে অবিচারে মেলে? মুই আর এ পরাণ রাখব না, মুই এখনি মরব,

মুই এই হাঁড়ীর বিষ খেয়ে মরব। (বলিয়া ঝটিতি ক্ষীর পান ও ক্রন্দন করিতে করিতে) পরাণ বেরো পরাণ বেরো।

বিজয়কেতুর প্রবেশ।

বি। একি? একেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলে বোধ হচ্চে, ওখানে একটা লোক বসে বসে কাঁদচে, ব্যাপারটা কি? একটা আস্ত হাঁড়ী রয়েছে, আর একটা হাঁড়ি দেখ্‌ছি ভেঙ্গে গেছে। যাই হক—আমার যা আবশ্যক তাই জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) মহাশয়! মহানদ কোন্ পথে যাব?

(কমলাকান্ত নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান)

বি। (স্বগত) বোধ হয় ইনি কানে কিছু কম শোনেন। (কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ্যে) মহাশয়! মহানদ কোন্ পথে যাব?

ক। (ত্যক্ত হইয়া) যা যা মিছে ঘ্যানোর ঘ্যানোর করিসনে।

বি। (একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া স্বগত) একি ব্রাহ্মণ বাতুল নাকি? ভাল করে আর একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি। (প্রকাশ্যে) মহাশয়! দেব! রাগান্ধ হয়েছেন কেন? মহানদ যাবার পথটা বলে দিলেইত আমি চলে যাই, তার পরত আর আপনাকে জ্বালাতন করব না?

ক। দ্যাক্ চুপকরে থাক, মহানদ কোন পথে যাবি তা আমি কি জানি? যেখান দে হয় একদিগ দে যা—মিছে ভ্যান ভ্যান করিস নি।

বি। (স্বগত) বোধ হয় ঐ লোকটী কোন বিষয়ে এ ব্রাহ্মণকে বিরক্ত করে থাকবে, যাই হকৈ, মহানদ যাবার পথটা জান্‌তে পাল্লেই যে আমার উৎপাত যেত।

ব্যোপদেব বিদ্যাসাগরের প্রবেশ।

বি। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।)

ব্যো। দীর্ঘজীবি হও, বৎস! তুমি কে?

বি। প্রভো! আমি একজন সামান্য পথিক মাত্র। বিশেষ কোন কার্য্যবশতঃ মহানদে যাত্রা করেছি। কিন্তু কোন্ পথ অবলম্বন করে আমি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিব তা জানি না।

ব্যো। তোমার নাম কি?

বি। আজ্ঞা—আমার নাম বিজয়কেতু—জাতিতে ক্ষত্রিয়।

ব্যো। (স্বগত) একি হলো? এঁর নাম বিজয়কেতু? আবার জাতিতে ক্ষত্রিয়? ইনিই কি হস্তিনাগড়ের সেই রাজকুমার বিজয়কেতু? যাঁর কথা রাজ পুত্রীর সহচরীর মুখে শুনেছিলেম? ঈশ্বর কৃপায় এই ব্যক্তি যদি সেই বিজয়কেতুই হন, তাহলে যত্নপুর্ব্বক এঁকে আমার বাটীতে নিয়ে যেতে হবে, কারণ রাজপুত্রী এঁর জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছেন। বিশেষতঃ যৎকালে আমি প্রবাশে বহির্গত হই, তখন তাঁর সহচরী অতি কাতরভাবে আমাকে বলে দিয়েছিল যে, "বিদ্যাসাগর মহাশয়! যদি যুবরাজ বিজয়কেতুর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয় (বোধ হয় হবে, কারণ তিনি নিশ্চয়ই মহানদে আপনার বাড়ীতে আসবেন) তা যদি দেখা হয়, তা হলে অনুগ্রহ করে তাঁকে আপনার বাড়ীতে রেখে তাঁর অজ্ঞাতে আমাদের খবর দেবেন।" (প্রকাশ্যে) আপনার বাড়ী কোথায়?

বি। আজ্ঞে—আমার বাড়ী হস্তিনাগড়।

ব্যো। আপনি কি হস্তিনাগড়ের রাজপুত্র বিজয়কেতু?

বি। আজ্ঞে—এ দাস সেই বিজয়কেতু।

ব্যো। বৎস বিজয়কেতু! তুমি মহানদে যাবার জন্য চিন্তিত হও না আমিও মহানদে যাচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গে চল। দিবা অবসান প্রায়, এ সময় আমার সঙ্গ ত্যাগ করলে অপরিচিত স্থানে বিশেষতঃ রাত্রি কালে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাবে।

বি। যে আজ্ঞা।

ব্যো। মহানদে তুমি কার বাড়ী যাবে?

বি। আজ্ঞা, আমি ব্যোপদেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে যাব।

ব্যো। হাঁ বুঝেছি (কমলাকান্তের প্রতি) কমলাকান্ত! তুমি অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? কি হয়েছ?

ক। (সক্রোধে) কি আর হবে, হয়েছে আমার মাথা আর ঐ গুওটার চৌদ্দপুরুষের মুণ্ডু। ঐ যে—দেখুন না—মিষ্টান্নের আধার পর্য্যন্ত শতখণ্ড।

ব্যো। তাইত! কি সর্ব্বনাশ! তোমার দেহে এখন প্রাণ আছে?

আমার অমন হলে আমি প্রাণ হারিয়ে পাড়ায় পাড়ায় খুঁজতে বেরুতেম। হরিদাস বুঝি ভেঙ্গে ফেলেছে ?

কম। শুধু ভেঙ্গেছে ? একটি হাঁড়ী ক্ষীর আর এক হাঁড়ী সন্দেশ, সমস্ত উদরসাৎ করেছে।

হরি। (ক্রন্দন করিতে করিতে) বড় মশায়! মোর কোন ঘাট নেই, ঠাউর মশাই মোরে মিনি দোষে মেলে। ওঁর সাতে এই ফুরণ হয়েছিল যে, এই ছাই পাঁশ গুলো বব আর মোরে আধসের মোণ্ডা আর এক পোয়া ক্ষার দেবে, তা মশাই, পথে মোর বড্ডি ক্ষিদে নেগেছিলো তাই ওঁরে জিজ্ঞেস কন্নু যে, ঠাউর মশায় এ হাঁড়ী দুটোর মদ্দি কি আচে গা? উনি বল্লে যে, ওর মদ্দি সাপ আর সাপের বিষ আচে।

ব্যোপ। বটে, ঈস্ তার পর তুই কি কল্লি ?

হরি। (সক্রন্দনে) তার পর পতে যেতে যেতে সাপ গুলো মোরে কামড়ালে, মাথাটা জ্বল্‌তে লাগলো, তাই সাপের হাঁড়ী ঝ্যামন ফেলে দিনু অমনি সাপ গুলো ওই গত্তের মদ্দি ঢুকে গেলো।

ব্যোপ। তাব পর কি হলো ?

হরি। (সক্রন্দনে) তার পর বড় মশাই! মোরে একে সাপে কেমড়েছে, সব্বাঙ্গটা জ্বল্‌তে নেগেছে, তার ওপর উনি মোরে মিনি কসুরে মেলে, তাইতে মুই বন্নু যে তুমি ঝ্যামন মোরে মিনি কসুরে মেলে, মুই আর এ পরাণ রেখবো না, এই বিষ খেয়ে পরাণটা বার করব। এই বলে ঝ্যামন বিষের হাঁড়ী চুমুক দিনু—দেখনু যে বিষ্‌টে তোমাদের মুখে ঝ্যামন নাগে অমনি মোর মুকে মিষ্‌টি নাগলো, তাই সব বিষ্‌টে খেয়ে ফেন্নু (ক্রন্দন) তাই ওঁর আগ হয়েছে।

ব্যোপ। (সহাস্যে) মর ব্যাটা আমাদের গাল দিলি ?

হরি। (সক্রন্দনে) কই গাল দিনু বড় মশাই? তোমার দোই বড় মশাই—মুই তো গাল দিই নি? তুমিও বুঝি মোরে মিনি কসুরে মারবে ?

ব্যোপ। না না আমি মারবো না, ভয় নাই চুপ কর, কাঁদিস্‌নি। এই নে একটী টাকা নে, আমি তোকে বক্‌শীস্ দিলেম। (টাকা প্রদান)

হরি। (আহ্লাদে) বড় মশাই পেন্নাম হই, আমি এবার থেকে ও বিট্‌লে বামনের বোজা ববোনা, কেবল তোমারই ববো।

কম। বলি বিদ্যাসাগর মহাশয়! এ আপনার কি রকম ন্যায় বিচার হলো? আপনিও বুঝি ওর গোড়ে গোড় দিলেন? আমি এখন কি বলে গিন্নির কাছে (বিষ্টু) বাড়িতে জবাব দেবো?

ব্যোপ। সে বিষয় দেখা যাবে এখন। বৎস বিজয়কেতু! এস আমরা যাত্রা করি।

বি। যে আজ্ঞা চলুন।

ব্যোপ। এস কমলাকান্ত, হরিদাস।

সকলের প্রস্থান।



চতুর্থ অঙ্ক।

——:o:——

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

——(o)——

ব্যোপদেব বিদ্যাসাগরের বাগানবাটী—কক্ষ।

বিজয়কেতুর প্রবেশ।

বি। (স্বগত) আর কেন মিছে ভাবনা ভাবি। বন, উপবন, নগর, পল্লি, গঙ্গার উভয়কুল, সমস্তই ত তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করেছি, কিন্তু কই—কোন স্থানেই ত মালতীর সন্ধান পেলেম না? আর পুনরায় যে পাব এমন আশাও নাই, নিশ্চয় জান্তে পাচ্ছি মালতী আমার মানবলীলা সম্বরণ করে, গভীর ভাগীরথী গর্ভে চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়েছেন। কে অকালে এ কালনিদ্রায় অভিভূত করালে? ঘূর্ণিত বায়ু। আমি ত সেই দিনেই সেই গঙ্গাতীর নিপতিতা মুমূর্ষু-দশাগ্রস্থ দয়াবতীর মুখে এসংবাদ পেয়েছি তবে কেন আর মালতীর জন্য এদেশ ওদেশ বেড়িয়ে বৃথা পণ্ডশ্রম করি? এ নিষ্ফল অন্বেষণের কোন প্রয়োজন নাই। শ্রম? পণ্ডশ্রম? না না—এও সুখের। কার জন্য করি? ওঃ মালতীর জন্য! কেন তার জন্য দিবানিশি ভাবি? কেন তার জন্য অনুমাত্র সুখের মুখ দেখতে পাই না? কেন তার জন্য রাজ্যসুখে বঞ্চিত হচ্ছি? কেন তার জন্য পরবাসে বৃথা কষ্ট পাচ্ছি? কেন তার জন্য উদাসীনের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ কচ্ছি? কেন তার জন্য দারুণ চিন্তানলে দিন দিন তনু ক্ষীণ কচ্ছি? সে আমার কে? তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? কিছুই না। তবে কি যথার্থই সম্বন্ধ নাই? না না আছে—চপলার কথানুসারে আমরা উভয়ে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়েছি। চপলা আমাকে পূর্ব্বে কি বলেছিল? হাঁ স্মরণ হয়েছে,—চপলা আমাকে এই বলেছিল যে "যুবরাজ! আমাদের জন্য আপনি যৎপরোনাস্তি শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পাচ্ছেন, আর পুনঃপুনঃ চিরস্মরণীয় উপকার কচ্ছেন,

বস্তুতঃ আপনি আমাদের পরমবন্ধু, আমরা আপনার কিছুই প্রত্যুপকার কত্তে পাল্লেম না, আর কিই বা করবো, এজগতে এমন কি অমূল্যরত্ন আছে, যাতে আপনার কৃত উপকারের প্রতিশোধ হতে পারে? কিন্তু তথাপি অবোধ মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না, এজন্য আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ নব-বিকসিত মকরন্দপূর্ণ একটি সুন্দর ফুল আপনার পবিত্র করে অর্পণ কত্তে সদাই বাঞ্ছা করে।" এই বলে ক্ষান্ত হলে আমি বল্লেম "কি ফুল?" সে উত্তর কল্লে "একটী নব-বিকসিত মালতী ফুল।" আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম, "সে ফুল আমার কি হবে?" সে উত্তর দিলে "আপনার হৃদয়ের অমূল্য ভূষণ হবে।" আবার তাকে জিজ্ঞাসা কল্লেম, "তবে এমন ভূষণ দিতে বিলম্ব কচ্ছ কেন?" সে বল্লে, "আর একটু বিলম্ব আছে, এখানে নয়, মহানদে—ব্যোপদেব বিদ্যাসাগরের বাটীতে একার্য্য সমাধা হবে।" সেই দিন হতে মালতী আমার জীবনসর্ব্বস্ব হয়েছেন। কিন্তু এখন সে মালতী কোথায়? এখানে এসে অবধি তাঁর ত কোন সংবাদই পেলেম না। চপলাইবা কোথায়? এক বেনামী পত্র পেয়ে, মালতীর আশায় এলেম, কিন্তু এখন দেখচি সে আশা দুরাশা মাত্র।

গীত।

(নেপথ্যে)

ভিক্ষা দুটী পাব কিগো, পেটের জ্বালায় জ্বলি।
উচিত কথা বলে বলে সার হয়েছে ঝুলি॥
পেটের জ্বালায় জ্বলি যত, বাড়ি বাড়ি ঘুরি তত,
কেউ দেয় গলাধাক্কা, কেউ ভাঙ্গে মাথার খুলি॥
গিন্নির গায়ে জড়ওয়া সুট, শোবার ঘরে হরিলুট,
টিকিওয়ালা দিচ্ছে ছুট, উড়িয়ে নামাবলী॥
চাট্রে খোটায় তক্তা পেতে, বসে আছেন হুঁকো হাতে,
দেব দেবীকে ফেলে, করে মদ্‌কে কোলাকুলি॥

ভেবে দেখো শেষের দিনে, বিষের জ্বালা জ্বলবে প্রাণে,
সেই বিষকে সুধা কর, নিয়ে হরিবুলি ॥

বি। আহা! কি মধুর কণ্ঠস্বর! সামান্য ভাষায় কি সুন্দর ভাবের গীতটী।

(নেপথ্য—দেখিয়া)

ওকে? একজন ভিখারিণী না? তাইতো ভিখারিণীইতো বটে,—এই দিকে আসছে যে?

ভিখারিণী বেশে চপলার প্রবেশ।

ভিখা। মহাশয় প্রণাম করি, আশীর্ব্বাদ করুন। (প্রণাম)

বি। দীর্ঘজীবি হও।

ভিখা। মহাশয়! এ আপনার কি রকম আশীর্ব্বাদ হলো? আপনি কি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না, যে আমি একজন ভিখারিণী? ভিখারিণীর আবার বেঁচে সুখ কি? এক ব্যালা যার এক মুটো ভাতের সংস্থান নাই, তার আবার বেঁচে ফল কি? এখন আবার এমন আশীর্ব্বাদ করুণ, যেন এখনি মরি, হাড় যুড়ুগ।

বি। ভিখারিণি! আর একটী গীত গাও, তোমায় আর ভিক্ষা কত্তে হবে না, আমি তার উপায় করে দিব।

ভিখা। কি উপায় করে দেবেন? এই ভিক্ষার ঝুলিটী আছে ন্যাকড়ার—আপনি বোধ হয় করে দেবেন শালের, সুধুই প্রাণ বাঁচেনা আবার তার উপর শাল? এ আপনাদেরই পোশায়।

বি। আমি সত্য বলচি, আর তোমায় ভিক্ষা করে খেতে হবে না, আর একটী গীত গাও।

ভিকা। যে আজ্ঞা।

গীত।

কামিনী কানন, বিধির সৃজন, অতুল ধরার মাঝারে।
আছে নানা ফুল, গোপাল বকুল, সুগন্ধে মোহিত যে করে॥

তাতে যে মালতী, ছিল দুখী অতি, প্রফুল্ল হেরি এত দিনে।
রসিক নাগর, রূপে এক ভ্রমর, মোহিত তাঁর মধু পানে॥
না জানি বিরহে কার, মালতী যে অনিবার, ছিল সে
সদা মনদুখী।
আজি সে আনন, হাসিছে সঘন, নব নাগরে পেয়ে সুখী॥
চকে চকে সদা,———

বি। একটু চুপ কর, এ গান তুমি কোথায় শিখেছ?

ভিখা। এ গানটী আজ শিখেছি।

বি। আজ শিখেছ কি কাল শিখেছ তা তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি না, জিজ্ঞাসা কচ্ছি এই যে, কোথায় আর কার কাছে এ গানটী শিখেছ?

ভিখা। রাগ করবেন না মশাই, কানে একটু কম শুনি। কার কাছে শিকিছি তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? দাঁড়ান মনে করি (কিঞ্চিৎ চিন্তা) হ্যাঁ হ্যাঁ মনে হয়েছে, আজ শিকিনি এই আজ পাঁচ ছ দিন হল শিকিছি। এক দেশের রাজার একটী মেয়ে আছে, তার একটী আলাদা বাগান বাড়ী আছে। আজ পাঁচ ছ দিন হল এক দিন বিকেল ব্যালা সেই বাগানের সুমুক দিয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিলুম, আমার গান শুনে একটী মেয়ে— আহা তার নামটী কি ভাল?—আচ্ছা মহাশয় এই বিদ্যুৎকে আপনারা কি বলেন?

বি। বিজলী।

ভিখা। আর এক নাম?

বি। সৌদামিনী।

ভি। না না তা নয়, আর নাম নেই কি?

বি। আছে বৈকি, ক্ষণপ্রভা—চপলা—

ভি। হ্যাঁ হ্যাঁ মহাশয়, ঐ শেষ নামটী, সে মেয়েটীর নাম চপলা। সেই চপলা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। তা মহাশয় গিয়ে যা দেখলেম তা আর বলবো না, মহাশয় মাপ করুন।

বি। তা বলনা? আমার কাছে বলতে আর দোষ কি? আর তোমায়ত বেশী কথা বলতে হবে না, কোথা থেকে গানটী শিখেছ তাই খালি বল।

ভি। তাইত বলচি মহাশয়, গোড়ায় একটু না বল্লে আপনি বুজতে পারবেন কেন? তা আপনি বলচেন বলি—তা মহাশয় সেই চপলা নামে মেয়েটী আমায় সেই রাজার মেয়ের বাগান বাড়ীতে নিয়ে গেল। তা মহাশয় গিয়ে যা দেখলুম তা অবাক সৃষ্টি। একজন বড় মানুষের ছেলে, খুব সুন্দর, কার্ত্তিকের মত সুন্দর, দোষের মধ্যে খালি নাকটী একটু বসা আর একটু খুঁড়িয়ে চলে, আর কোন দোষ নেই, হ্যাঁ হ্যাঁ আর একটু আছে একটী চোক কানা, তা মহাশয় হটাৎ ঠাওরাবার যো নেই, এমনি ষোলাটে কাঁচের এক জোড়া চসমা পরে আছে যে হটাৎ দেখলে বোধ হয় যেন দুচোকেই চাচ্চে। তার সঙ্গে সেই রাজকুমারীর সঙ্গে খুব ভাব দেখলুম। খানিক পরে সেই চপলা বলে ছুঁড়িটে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে নেচে নেচে এই গানটী দুচার বার গাইলে আর আমি অমনি শিখে নিলুম।

বি। (স্বগতঃ) একি! এযে আমার পরিচিত কণ্ঠস্বর বলে বোধ হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) তুমি এ গানে বকশীস পেতে পার না, আর একটী ভাল গান গাও।

ভি। যে আজ্ঞা।

গীত।

বিজয়ে করেছি জয় ওবিধুবদনী, যার ধন তার ধন নয় নেপ
মারে দই—নানা নেপ মারে ননী।

বি। এই কি তোমার ভাল গান?

ভি। তা আমি কি করবো? আমার সব গানই এই রকম। এ গানটী আবার কার কাছ থেকে শিকিছি জানেন?

বি। কার কাছ থেকে শিখেছ?

ভি। সেই চস্‌মা চোকো খোঁড়া বাবুটীর কাছ থেকে। বিজয় বলে সেই রাজকন্যার একটী পুরণ জাতার ছিল, তাকে জয় করে সে রাজকন্যাকে

পেয়েছে কি না? তাইতে সেই এক চোকো বাবুটী এই গানটী নেচে নেচে গেয়েছিল। মশাই খোঁড়া পায়ের নাচ যা দেখলুম—তা আপনাকে আর কি বলব।

বি। (স্বগত) এত আর কেউ নয়? সেই চপলা এতক্ষণে চিনতে পারলেম। (প্রকাশ্যে) তুমি দূর হও তুমি আমার স্মুমুক থেকে দূর হও।

ভি। তা বকশীস পেলেই দূর হই—তা আমাদের পোড়া কপালে শাল সইবে কেন, তোমরা বড় মানুষ তোমাদের কপালেই শয়।

গীত।

দহিছে মদনাগুণে কি করি উপায়।
না হেরিয়া প্রাণেশ্বরে প্রাণ যে যায়॥
বললো সজনী বল, প্রাণ যে সদা ব্যাকুল,
প্রেম অকুল পাথারে কেন পড়িলাম হায়॥
পর অধীন যেজন, জীবনে তার মরণ,
তাই ত্যাজিব এ প্রাণ দাওলো বিদায়॥

বি। (স্বগত) এ নিশ্চয়ই চপলা ভিকারিণীর বেশে আমার মন জানতে এসেছে। (প্রকাশ্যে) তুমি কি চপলা?

ভি। চপলাত মেঘের আড়ালে, পৃথিবীতে কেন আসবে?

বি। মালতী ফুল রূপ ধরে যদি গাছে থাকতে পারে, তা হলে কি চপলা নারীরূপ ধরে পৃথিবীতে থাকতে পারে না?

ভি। চপলা এখন পৃথিবীতে নাই—সে যে অনেক দিন স্বর্গে গেছে।

বি। বোধ হয় স্বর্গের অর্দ্ধেক পথ থেকে ফিরে এসে থাক্‌বে। আর কষ্ট দিও না, অনেক কষ্ট পেয়েছি, আরও কি বাকি আছে?

ভি। (স্বগত) আর না। তোমার কষ্টের জন্য ধরা দিচ্চিনে, আমার এখন অনেক কাজ বাকি আছে—বিলম্ব হলে কি জানি যদি কিছু ব্যাঘাত হয়—এই জন্যেই ধরা দিতে হল। তা না হলে আর কিছু দিন তোমার ভাল করে খেলাতেম, তবুও একটু খেলাব। (প্রকাশ্যে) যুবরাজ প্রণাম করি, বাস্তবিকই স্বর্গের অর্দ্ধেক পথ থেকে ফিরে এসেছি।

বি। কি রূপে এলে সমস্ত ভেঙ্গে বল।

চ। সেই ভয়ানক রাত্রে কএকজন ভদ্রলোক একখানি বজরা করে যাচ্ছিলেন। স্রোতের বেগে আমি ভাস্‌তে ভাস্‌তে সেই বজরার পাশে পৌঁছিলেম। তখনও পর্য্যন্ত আমার জ্ঞান ছিল।

বি। কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ, তারপর কি হল ?

চ। তার পর সেই বজরার দাঁড়িরা আমাকে দেখতে পেয়ে দুজন জলে ঝাঁপ দিয়ে আমাকে তুললে।

বি। তার পর ?

চ। তার পর তাঁরা আমাকে অনেক যত্ন করে সুস্থ করে আমার বালাণ্ডায় পৌঁছে দিলে।

বি। এখানে কি জন্য এসেছ ?

চ। আপনি এখানে এসেছেন শুনে আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ কত্তে এসেছি।

বি। আমি এখানে এসেছি কার মুখে শুনলে ?

চ। কেন ? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে শুনলেম।

বি। আমি যে এক বেনামী পত্র পেয়েছি সেখানি কি তুমি পাঠিয়েছিলে ?

চ। আপনার কি বোধ হয় ?

বি। বোধ হয় তুমিই পাঠিয়েছিলে।

চ। তবে তাই।

বি। তোমার প্রিয় সখী এখন কেমন আছেন ?

চ। তাঁর কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না।

বি। কেন ?

চ। তিনি আজকাল আর এক রকম হয়েছেন।

বি। কেন ? কি রকম হয়েছেন ?

চ। আজ কাল আর এক রকম হয়ে বেশ আছেন, দিব্বি মনের সুখে আছেন, মনে আর কোন কষ্ট নেই।

বি। আজ কাল বেশ আছেন, মনের সুখে আছেন, সে কি রকম ?

চ। রকম আর কত বলব, পা দুটি ছড়িয়ে, ডাঁটা গাচটি চিবিয়ে চিবিয়ে বসে বসে খেলে অনেক রকমের রকম পাওয়া যায়।

বি। তোমার ছেঁদো কথা ছেড়ে দাও, স্পষ্ট করে বল মালতী এখন কেমন আছেন ?

চ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) যুবরাজ! মালতী বেঁচে আছেন কি না তারই সন্দেহ।

বি। কেন কেন ? তিনি কি পীড়িত।

চ। পীড়িত হলে ত ভাল ছিল, তাঁর আজও কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। আজ কাল কানাঘোষা শুনতে পাচ্চি তিনি নাকি বেঁচে নাই।

বি। কি মালতী বেঁচে নাই ? একথা আমার বিশ্বাস হয় না। চপলা কেন কষ্ট দাও, স্পষ্ট করে বল তিনি কেমন আছেন।

চ। তা আমি কি করে জানব ?

বি। তোমার প্রিয় সখীর খবর তুমি জাননা ?

চ। দেখা হলেত বলতে পাত্তেম যে কোথায়—আর কেমন আছেন ?

বি। তবে কি তিনি ঝড়ের সময় নৌকায় ছিলেন না ?

চ। তা থাকবেন না কেন ? ঝড়ের সময় এক সঙ্গে নৌকায় ছিলুম, এক সঙ্গে জলে পড়ি, এক সঙ্গে ডুবি, তার পর ভগবান আমার প্রাণ রক্ষা কল্লেন, আমি উঠে আর তাঁকে দেখতে পেলেম না। তবে সন্ধানে আছি দেখি যদি পাই। যুবরাজ এখন আসি সময়ান্তরে সাক্ষাৎ হবে, কোন বিশেষ কথা আছে।

প্রস্থান।

বি। একি ? চপলার ত কোন কথাই বুঝতে পাচ্চি না। মালতীর কোন খবর নাই ? সত্য সত্যই কি মালতী জীবিতা নাই ? আমিওত তাঁর বিশেষ অনুসন্ধান করেছি, কৈ কোন সন্ধান ত পাই নাই ? তাই যদি হয় তাহলে আমাকে এখানে আসতে বলবে কেন ? যাই হক, আরও দু এক দিন দেখি, তার পর যা হয় করব।

চপলার পুনঃপ্রবেশ।

বি। আবার এলে কেন ?

চ। কেন ? আবার আসতে বারণ আছে না কি ?

বি। না তুমি আমার কাছে দিবা রাত্র থাক।

চ। যে আজ্ঞা, আবার দেখব তাড়ান কি না। যেতে যেতে একটী কথা মনে পড়ল, তাই সে কথাটি আপনাকে বলতে এসেছি।

বি। কি কথা ?

চ। আমার পূর্ব্ব অঙ্গীকার পালন কত্তে এসেছি।

বি। কি অঙ্গীকার ?

চ। যুবরাজ ! আপনার স্মরণ আছে কি, আমরা যখন রাজমহলে আপনার শিবিরে ছিলেম তখন আমি সত্যপাশে বদ্ধ হয়েছিলেম যে আপনি যখন মহানদে আসবেন তখন সেখানে আপনাকে মধুভরে চল চল ফুটন্ত একটি মালতী ফুল আপনার করে অর্পণ করব ? কেমন স্মরণ আছে কি ?

বি। হাঁ আছে।

চ। তাই যেতে যেতে ভাবলেম যে আপনি ত এখন মহানদে এসেছেন, আর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎও হয়েছে, তবে সেই ফুলটি কেন আপনাকে দিই না—আর সময় পাই কি না পাই।

বি। সে ফুলটি এখন কোথায় ?

চ। আপনার বাড়িতে।

বি। কিরূপ অবস্থায় আছেন ?

চ। অবস্থার কথা আর কি বলব।

বি। তবে এমন সুন্দর ফুল দিতে বিলম্ব কচ্চ কেন ?

চ। বিলম্ব আর কিছুরই জন্যে নয়, তবে তাতে আপনার সুখ হবে কিনা বলতে পারি না।

বি। কেন ? আমার সুখ হবে না কেন ?

চ। কারণ, বোধ হয় সখী মালতীর জন্য আপনার মন চঞ্চল আছে,

আর আমারও মন অস্থির, তাই বলচি আপনার মন যখন ঠিক নেই তখন ধড়াশ করে একটা ফুল দিয়ে বসব। সখী মালতীর সন্ধান না পেলে কোন কাজ কত্তেই ইচ্ছে হয় না।

বি। তুমি দূর হও, তুমি যমালয়ে যাও, তোমার ফুলও তোমার সঙ্গে যাক, আমি আর তোমার ফুল চাই না, আর এখানে এক দণ্ড থাকব না, আজই নিজ রাজ্যে যাত্রা করব। (গমনোদ্যোগ।)

চ। (গমনে বাধা দিয়া) আর রাগ করবেন না (স্বগতঃ) কি করি আর কাজ নাই বলি (প্রকাশ্যে) যুবরাজ স্থির হন আপনার মালতী বেঁচে আছেন।

বিজ। সত্য বল্‌ছ তিনি জীবিত আছেন?

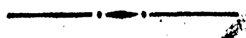
চ। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি তিনি জীবিত আছেন।

বি। তাঁর প্রাণরক্ষা কি করে হলো?

চ। আমার যেরূপে তাঁরও সেইরূপে। ডুবে তাঁকে ছাড়িনি, দুজনেই এক সঙ্গে ভাসতে ভাসতে যাই, তার পর এক সঙ্গে এক নৌকায় উঠি। যুবরাজ! এখন চল্লেম, এ স্থান ত্যাগ করবেন না বিশেষ কাজ আছে, সময় অন্তরে সাক্ষাৎ করব।

প্রস্থান।

বি। মালতী জীবিতা আছেন, তবে এর সঙ্গে সঙ্গে আমার আশাতরুও কি জীবিত থাকবে? কি অদ্ভূত আশার গতি! চপলার কথায় দুএক দিন থাকি যদি ঈশ্বর দিন দেন, যদি আশাতরু সমূলে উৎপাটন না হয় তাহলে দেখি আমি সুখের পথে বিচরণ করতে পারি কি না।



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বালাণ্ডা। রাজকুমারী মালতীর পুষ্প-বাটীকা

বসন্তকুমারের প্রবেশ।

বস। মালতী কোথায় গেল? এইমাত্র যে দেখলুম এইখানে ছিল, আবার কোথায় গেল? কি বিপদেই পড়েছি—কিছুতেই আর ওঁর মন পেলুম না। কি করি? এখন দুঃখ হয় লেখা পড়া কেন শিখলুম না। লেখা পড়া শিখলেত আর মালতী আমায় তুচ্ছ তাচ্ছল্য কত্তে পার্ত্ত না। তা আর শিখ্‌ব কি, যে ইয়ারের দল জুটল, শোবার খাবার সময় পেতুম না তা আবার লেখাপড়া। বাবা বেঁচে থাকলে মালতীর সঙ্গে বিয়ে দিতেন। তা বাবা ত মরবার সময় রাজা চন্দ্রকেতুকে বলে গেছেন যে আমার সঙ্গে মালতীর বিবাহ দিতে হবে। চন্দ্রকেতুর মত আছে কিন্তু ছুঁড়ি ভেড়ে না। আজকাল মালতীকে কেমন কেমন বোধ হয়। ভেতরে ভেতরে আর কারুর সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্চে না কি? কিছুইত বুঝতে পাচ্চি নে। আগে আগে বরং আমার সঙ্গে দুএকটা কথা কইত, আজকাল কথা কওয়া দূরে থাক, চেয়েও দেখে না। কি করি এখানে এমন ইয়া নেই যে তার সঙ্গে এর পরামর্শ করি। ঐ না কি একখান কাগজ পড়ে রয়েছে? দেখি দেখি ওখানা কি। (কাগজ লওন) এযে একখানা চিঠি, এযে মালতীর নামে, দেখি কি লেখা আছে আর কে পাঠিয়েছে। (পত্র পাঠান্তে ও ক্রোধে পত্র দেখিতে দেখিতে) হুঁ—"বিজয়কেতু—তোমার বিজয়কেতু—শীঘ্র পাবে—অস্থির হও না, মিলনের সময় আগত, আমি কারো নই, সাবধানে থাকবে। রাজকুমার বসন্তকুমারের কথা এঁর কাছে কিছুই বলি নাই।" সই করা হয়েছে "তোমার চিরদাসী চপলা।" ওরে বেটি চপলা, তুমি বিন্দে দূতী হয়েছ বটে—আচ্ছা থাক, তিন জনকেই দেখব। আমি শালা আয়ানঘোষ, নিধুবন তোমাদের একচেটে—বটে? আচ্ছা থাক, তোমাদের শ্রাদ্ধের চাল চড়াচ্ছি।

প্রস্থান।

মালতীর প্রবেশ।

মা। আজ কদিন হলো একখানি পত্র ভিন্ন চপলার তো আর কোন খবরই পেলেম না। সেখানে কি কচ্ছে কিছুই তো বুঝতে পাচ্চি না। কি করি, আমি কি যাব? তাই বা একা কি করে যাই, সে কাছে থাকলেও এক রকম হতো, কিন্তু আরতো স্থির থাকতে পারি না। ওই যা, চিঠিখানা কি হলো! কোথায় কি পড়ে গেল? কি সর্ব্বনাশ! যদি অন্য কেউ পায়, যদি সেই নরপিশাচ বসন্তকুমার পায়, তাহলে তো আমার গুপ্তকথা প্রকাশ হয়ে যাবে! (কিঞ্চিৎ চিন্তা) যদি পায় পেলিই বা, যদি পড়ে পড়লিই বা, গুপ্তকথা প্রকাশ হয়, হোক্। যে কথা অপ্রকাশ থাকবে না, যে মনের ভাব অন্যের জান্তে বাকি থাকবে না, তবে কেন তারজন্য বৃথা চিন্তা করি। আমি সতী, সতীর কার্য্য কখনই জনসমাজে অপ্রিয় হবার নয়। তবে কেন চিন্তা, তবে কেন উদ্বেগ, কেনই বা ভাবি কুচিন্তায় মনকে দুঃখিত করি।

বসন্তকুমারের পুনঃ প্রবেশ।

কে তুমি?

ব। আমি কি তোমার নিকট অপরিচিত?

মা। অপরিচিত না হলে ওরূপ প্রশ্ন করব কেন?

ব। আজ যে নূতন কথা তোমার মুখে শুনলেম?

মা। নূতন কিছুই নয়। তুমি আমার কাছে চিরকাল অপরিচিত থাকবে। তুমি এখানে কেন এলে?

ব। (সক্রোধে) কেন এলেম শুনতে চাও না দেখতে চাও?

মা। দেখতে পেলে কে শুনতে চায়?

ব। তবে এই দেখ (একখানি পত্র প্রদান)।

মা। (পত্রখানি দেখিয়া স্বগত) যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে।

ব। দেখলে? এখন ভাবছ কি?

মা। আমি যা ভাবচি, তা তোমার জানবার অধিকার নাই, তুমি এ পত্র কোথায় পেলে?

ব। যেখানেই কেন পাই না তোমার এ কথা জানবার আবশ্যক নাই, এখন বল পত্রখানি কে লিখেছে?

মা। চপলা লিখেছে।

ব। পত্রের মর্ম্ম কি তা জ্ঞাত হয়েছো?

মা। হাঁ হয়েছি!

ব। ভদ্র কুলকামিনীর পক্ষে এই কি উচিত?

মা। অনুচিতই বা কিসে?

ব। হাঁ কুলটার পক্ষে উচিত বটে।

মা। (সক্রোধে) কি? আর একবার?

ব। (উচ্চৈঃস্বরে) কুলটার পক্ষে এই উচিত।

মা। পাপিষ্ঠ নরাধম নরপিশাচ! কি বল্লি, আমি কুলটা, এতদূর স্পর্দ্ধা, এত সাহস? চক্ষুশূল যা মুখে আসে তাই বলিস? আমার সুমুখ হতে এখনি দূর হ।

ব। মালতি! সাবধান।

মা। তোর কাছে আবার সাবধান কি? যে পরঅন্নে পালিত তার কাছে আবার সাবধান কি? যে আমার পিতার দাসত্ব স্বীকার করেছে তার কাছে আবার সাবধান কি? যার মন দেহ অপবিত্র, তার কাছে আবার সাবধান কি? নরাধম! এই আমার শেষ কথা যদি উদর পূরণের জন্য আমার পিতার কাছে তোর আরও কিছুকাল থাকবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে এখনি আমার সুমুক হতে দূর হ। আমি ঘৃণা করে বলছি দূর হ, নইলে এখনি শাস্তি পাবি।

ব। আচ্ছা আমি চল্লেম কিন্তু এর প্রতিফল আমি দেবো।

প্রস্থান।

---:o:---

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ, একটী বৃক্ষতলে বিজয়কেতু উপবিষ্ট।

বি। উঃ কি অন্ধকার! একে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী নিশা, তমোময়ী ও ভয়াবহ, তাতে আবার বারিদদল প্রতিযোগী হওয়াতে গমনপথ কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। রাজপথে গাড়ী ঘোড়া ও মনুষ্যের গতিবিধি কিছুই নাই, আপণে ক্রেতা বিক্রেতা নাই, পথগ্রন্থিতে জনমানবের কলরব মাত্র নাই, কেবল দলবদ্ধ শিবাগণের কর্কশ চীৎকার সময়ে সময়ে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এই ভয়াবহ গভীর নিশীথ সময়ে কেনই বা একাকী বসে আছি? চপলার কথা অনুসারে, আমার একমাত্র সুখের পথের কাণ্ডারীর কথা অনুসারে বসে আছি। এই ভয়ানক নিশীথ সময়ে এ অবস্থায় একাকী যে কেন বসে আছি, তার কারণ কিছুই জানি না, কেবল স্থিরভাবে বসে আছি এই মাত্র। সুখের আশাও মনে অঙ্কুরিত হচ্ছে বোধ হচ্ছে।

চপলার প্রবেশ।

কেও?

চ। আজ্ঞা—আমি চপলা।

বি। চপলে! তোমার আসতে এত বিলম্ব হলো কেন? আমি এখানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। তোমার আসতে বিলম্ব দেখে মনে কচ্ছিলাম কোন কারণ বশতঃ তুমি বুঝি আসতে পারলে না।

চ। না আসবার ত কথা ছিল না? তবে বিলম্বের কারণ আছে বটে। আপনি কি স্বসস্ত্র হয়ে এসেছেন?

বি। না।

চ। এই তলোয়ার নিন (তরবারি প্রদান)

বি। (অস্ত্র লইয়া) কেন চপলা এ অস্ত্রের প্রয়োজন কি?

চ। না থাকলে আনবো কেন? আমি অনেকক্ষণ পূর্ব্বে আসতেম কেবল এই অস্ত্র আনতেই বিলম্ব হয়েছে।

বি। তুমি কি ব্যোপদেব বিদ্যাসাগরের বাড়ী গিয়েছিলে ?

চ। আজ্ঞে হাঁ গিয়েছিলাম। গিয়ে আপনার ঘরে দেখলেম যে আপনি নাই, ভাবলেম আপনি এখানে এসেছেন।

বি। তুমি তো জান আমি আস্‌বো তবে গিয়েছিলে কেন ?

চ। আমি আপনাকে নায়কের বেশে আসতে বলেছিলেম কেমন মনে হয় ?

বি। হ্যাঁ মনে হয়।

চ। আপনি তাতে বলেছিলেন যে স্বসস্ত্রে আসবেন না কেন অঙ্গহীন হয়ে আসবেন কেন ? আমার কথা অনুযায়ী আপনি বিনা অস্ত্রে এসেছেন। কিন্তু এখন অস্ত্রের প্রয়োজন হওয়াতে' আমি আনলেম। এখন আসুন অধিক কথা কবার আর সময় নাই, এ স্থান তত নির্জ্জন নয়, আমরা গুপ্তভাবে যাত্রা করেছি আর বিলম্ব করে কাজ নাই বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান মধ্যস্থ একটী গৃহ, সম্মুখে দরদালান।

গৃহমধ্যে সখিসহ মালতী আসীনা, দরদালানে বিজয়কেতু ও চপলার প্রবেশ।

বি। এ কোথায় এলেম ?

চ। একটু আস্তে কথা কবেন।

বি। চপলে আমরা যখন বাগানে প্রবেশ করি তখন বোধহলো যেন একজন লোক এই বাড়ীর দিকে এলো।

চ। (স্বগতঃ) সেই জন্যেই স্বসস্ত্রে আনলেম তা এখন ভেঙ্গে কাজ নাই। (প্রকাশ্যে) অন্ধকারে ও রকম ছাওয়া দেখা যায়, ও কিছুই নয়।

মা। হা বিধি! তুমি সত্য সত্যই কি অবিচারক, তুমি কি সত্য সত্যই নির্দ্দয়? দুঃখ মনস্তাপ কি সরলা নারীর জন্যই স্বজন করেছেন? পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণিকেই স্বাধীনতা সুখ দিয়েছেন কেবল অভাগ্যবতী নারী জাতিই সেই পরম সুখে বঞ্চিত, সর্ব্বদাই তারা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহ-মধ্যে আবদ্ধ থেকে মনের দুঃখে কালক্ষেপ করে, কখনই স্বমতে কোন কার্য্য করতে পারে না। যদি কেউ কখন আপন অভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করতে যায় তবে তখনই সে পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় বর্গের নিকট হতে একেবারে পরিত্যক্ত হয়, দুর্ভাগ্য ক্রমে বোধহয় আমার ভাগ্যেই বা তাই ঘটে। নতুবা অবিবেচক পিতারই বা এমন কুমতি হবে কেন? তিনি কি মনে করেছেন আমি সেই পুরুষত্ব হীন নরপিশাচ বসন্তকুমারের গলে মালা অর্পণ করবো? আমি তার অধীন হবো? তা কখনই হবো না, অনলে গরলে বা অতল জীবনে এ জীবন বিসর্জ্জন দেবো তবু তার মুখ দেখবো না। কি দুঃখের বিষয় পিতা সন্তানের শত্রু চক্ষে দেখা দূরে থাক কখন কানেও শুনি নাই। হাঁ বিজয়কেতু! হাঁ নাথ! তোমাবিনে এ জীবন যৌবন বৃথা। হাঁ নাথ কি কল্লে।

গীত।

বিফল বিহনে কান্ত সুকান্তি যৌবন।
যথা অলি বিনা নহে পদ্মিনী সোভন॥
পতি প্রেম সুধা পান, না হইলে আস্বাদন।
মকরন্দ পূর্ণ পদ্ম, যেন শুষ্ক অকারণ॥
মদন ঝটিকা ভরে, সদা শশঙ্কিতা করে,
কে রাখে তাহার করে, বিনা পতি প্রিয়জন।
গুরুজনে সাধে বাদ, প্রোমোদে হল প্রমাদ,
জীবনে আর নাহি সাধ, একি কপাল লিখন।

চপলার গৃহমধ্যে প্রবেশ।

কেও ?

চ। আমি।

মা। চপলা ?

চ। তবু ভাল যে চিন্‌তে পাল্লে।

মা। চিনতে পারবোনা কেন ?

চ। আর দুঃখ কেন, কোমর বাঁদ, তোমার সঙ্গে এক জন যুদ্ধ কত্তে এসেছেন তোয়ের হও।

মা। দুঃখ দুর হবার সময় পেলেই আপনা আপনি দুর হবে।

চ। এদিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি, এঁকে চিত্তে পার কি ?

বিজয়কেতুর গৃহমধ্যে প্রবেশ।

মা। (লজ্জায় নতমুখী)

চ। এখন আবার অমন করে বসে রইলে কেন ? তোমার যে অপার লীলা। এত দুঃখ, এত করুনা, এত খেদ, এত গান, এত কত কি, একেবারে সব ভাল হয়ে গেল ? একেবারে নির্দ্দোষে আরাম ? ও সব ছাড়, একবার দুজনে যেমন করে হক প্রাণ ঠাণ্ডা কর। যিনি প্রাণের প্রাণ তাকে দেখে কি অমন করে থাকতে হয়?

স। যিনি প্রাণের প্রাণ তাঁকে আদর করে বটে, আর যিনি প্রাণের শত্রু তাঁকে কি কর্ম্মে ?

চ। না হয় তাচ্ছিল্য করেই একবার ধর, তোমাদের ধরাধরি দেখলে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

স। যিনি মনে কষ্ট দেন তাঁর সঙ্গে আমরা কথা কইনে।

বি। যে পক্ষ হতে বলা হল, সে পক্ষইবা সে বিষয়ে কম কি ?

স। কেন ? সে পক্ষ হতে আপনার প্রতি কি অন্যায়াচরণ করা হয়েছে ?

বি। ন্যায় কি অন্যায় তা জানিনা, হৃদয়ে আছে এই মাত্র, অন্যের হৃদয়াঙ্গম করা দুঃসাধ্য।

অসি হস্তে বসন্তকুমারের প্রবেশ।

ব। এই যে দিব্বি রাসলীলা হচ্চে। মালতি! এ তোমার কি কাজ? তোর আচরণ কি? তুই পরপুরুষের সঙ্গে গোপনে প্রেমালাপে মত্ত আছিস?

মা। নির্লজ্জ! নরাধম! কাপুরুষ! আবার আমার কাছে এসেছিস।

ব। নির্লজ্জ কাপুরুষ কে? আমি—না যে চোরের মত ঝোঁপে ঝোঁপে এসে থাকে সে? কাপুরুষ ত (বিজয়কেতুর প্রতি) ঐ তোর দুরাচার লুকান নাগর।

বি। দুরাচার সাবধান।

ব। তোকে আর বলব কি, তুই ত এক প্রকার চোর, তা না হলে এই অন্ধাকারে এই বাগানে এই দুপুর রাত্রে চুপি চুপি চপলার আঁচল ধরে আসবি কেন?

মা। নর পিশাচ! আর সহ্য হয় না, এখনই দূর হ, নইলে তোর ভারি অমঙ্গল।

ব। অমঙ্গল? একে একে দেখাচ্চি আমার কি আর কাদের। তবে তুইই আগে দেখ (মালতীকে কাটিতে উদ্যত)

বি। (নিজ অসি দ্বারা বাধা দিয়া) কি পামর! স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার? আয় আমার সঙ্গে আয়।

ব। তবে আয়—আগে তোকেই যমালয়ে পাঠাই তার পর ঐ দুশ্চারিণীকে উচিত প্রতিফল দিচ্চি।

(উভয়ের অসি যুদ্ধ—পরে বসন্তকুমারের ভূতলে পতন।)

ব। উঃ প্রাণ যায়, মালতি! তোমার জন্য গেলেম, তোমার জন্য এ জন্মের মত সকল সুখে বঞ্চিত হলেম। উঃ আঃ নরাধম কি কল্লি? মালতি! শেষ দেখা দেখতে পাবনা, একবার সুমুখে এসে দাঁড়াও, তোমার চাঁদ মুখখানি দেখে মরতে পাল্লেও সুখী হব। তোমার সহবাস সুখ যে একদিনের জন্য ভোগ কর্ত্তে পেলেম না এই দুঃখই মনে রইল। বড় আশা ছিল—উঃ—আঃ—প্রাণ যায়—বড় আশা ছিল, তুমি আমার প্রণয়িনী হবে, তা ৺ আমাকে এত সুখ দেবেন কেন? উঃ—আঃ—মালতী প্রাণ যায়, মা—ল—তী (মৃত্যু)।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাণী প্রভাবতীর শয়ন গৃহ।

প্রভাবতী আসীনা।

প্র। (স্বগতঃ) আজ আমার মনটা এত চঞ্চল হয়েছে কেন, এর কারণ ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। কিছুতেই যেন মনে সুখ বোধ হচ্চে না।

হৈমবতীর প্রবেশ।

প্র। হৈম! এস, এত সকালে উঠেছ যে?

হৈ। একটু দরকার ছিল তাই সকালে উঠেছি। আপনাকে আজ অমন দেখচি কেন? অসুখ করেছে কি?

প্র। না শরীরে কোন অসুখ হয় নি, তবে মনের অসুখ বটে। হৈম! এবার যে কি বিপদই ঘটবে তা ঈশ্বরই জানেন। কাল রাত্রে মহারাজের কাছে শুনলেম্ যে দিল্লীর বাদসার সেনাপতি গোঁরাচাঁদ না কি বারগোবপুরের বনে অনেক সৈন্য নিয়ে লুকিয়ে আছে। আর সেই দুষ্ট রাম হাজরা আবার এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ভেবে দেখ দেখি আমাদের মাথার উপর কি ভয়ানক বিপদই রয়েছে।

হৈ। মুসলমানেরা এসেছে তাতে আপনার আমার ভাবনা কি? সে ভাবনার ভার মহারাজের উপর, তিনিই তার উপায় করবেন।

প্র। হৈম! তুমি মুসলমানদের চরিত্র ভাল যান না তাই অমন কথা বলছো। আমি মহারাজের মুখে শুনেছি যে তাদের জন্য তোমার আমারি বেশী ভাবনা, কারণ তারা আগেই সতীর সতীত্ব নষ্ট করে, তার পর সর্ব্বস্ব লুট করে। ভাব দেখি এ যদি সত্যিই হয় তা হলে আমাদের কি ভয়ানক বিপদই হবে।

ত্রস্তভাবে একজন পরিচারিকার প্রবেশ।

প। রাণী মা সর্ব্বনাশ হয়েছে।

প্র। কি হয়েছে কি হয়েছে ?

প। মহারাজ যাঁর সঙ্গে রাজকুমারী মালতীর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন, গেল রাত্রে সেই রাজপুত্র বসন্তকুমারকে কে একজন কেটে ফেলেছে।

প্র। কি সর্ব্বনাশ ! বসন্তকুমারকে কেটে ফেলেছে ? কে সে জানতে পেরেছিস ?

প। আজ্ঞে না তা জান্‌তে পারিনি।

প্র। তুই এ খবর কি করে পেলি ?

প। বেলা হলে ফুল পাইনা বলে শেষ রাত্রে রাজকুমারীর বাগানে ফুল তুলতে গিছলুম, বাগানে ঢুকেই দেখি যে উত্তর দিকে অনেক লোক গোলমাল কচ্চে আর অনেক আলো জ্বলছে, ভাবলুম কারণ কি ; আস্তে আস্তে কাছে গেলুম, গিয়ে দেখেই ত একেবারে অবাক। দেখি বসন্তকুমার কাটা পড়ে রয়েছে আর যে কেটেছে তাকে চৌকিদারেরা ধরেছে। কিন্তু মা যে কেটেছে তাকে এক জন ভদ্রনোক বলে বোধ হলো, রূপে যেন বাগান আলো করে রেখেচে।

প্র। ভদ্রলোক কেটেচে ? মুসলমান কি হিন্দু বুঝতে পাল্লি ?

প। মচলমান বলে বোধ হলো না।

প্র। মুসলমান নয় তবে হিন্দু ? হিন্দু কেটেচে এমন ত বোধ হয় না। আচ্ছা তাকে বড় মানুষের ছেলে বলে বোধ হলো কি ?

প। আজ্ঞে হাঁ মা।

প্র। আচ্ছা বয়েস কত ?

প। এই আট গণ্ডা কি সাড়ে আট গণ্ডা। মা এমন রূপ আমি কখন দেখিনি, যেন কার্ত্তিক। সে নিশ্চয়ই রাজার ছেলে হবে।

প্র। রাজার ছেলে কেটেচে ? এর ভেতর কিছু না কিছু কারণ আছে। এখন কি বাগানে লোকজন আছে দেখে এলি ?

প। আজ্ঞে হাঁ।

প্র। তবে তুই আর একবার যা, যতদূর পারিস সন্ধান নিয়ে আয়।

প। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান।

প্র। বসন্তকুমারকে কাটলে আবার মালতীর বাগান-বাড়ীত! এর ভেতর কিছু মতলব আছে। একবার চপলাকে ডাকতে পাঠাই।

হৈ। না মা চপলাকে ডাকবেন না সে বোধ হয় মালতীর কাছে আছে। যখন শোনা গেল, যে কেটেচে সে ধরা পড়েচে, তখন অবশ্যই রাজসভায় বিচার হবে সেইখানেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্র। কি বিপদেই পড়েছি। আমার মরণটা হয়ত বাঁচি। মহারাজকে বলে বলে আর পাল্লেম না, বলি মহারাজ যেমন ছেলেটীকে এনেছ অমনি শগ্‌গির শিগ্‌গির ওদের দুহাত এক করে দাও। শুভ কর্ম্মে বিলম্ব কল্লেই এই হয়। তীর্থের পথেও কত গোলযোগ হয়ে গেল, আবার এদিকে মুসলমানদের দৌরাত্ম্য, তার উপর এই কাণ্ড। হা ভগবান! অদৃষ্টে যে কি আছে বলতে পারি না।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজা চন্দ্রকেতুর সভা। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, মন্ত্রী ও সভাসদগণ যথাযথা স্থানে উপবিষ্ট।

বিজয়কেতু অপরাধীর স্থানে দণ্ডায়মান।

রা। তুমি কি বসন্তকুমারকে হত্যা করেছ?

বি। হাঁ, করেছি।

রা। কেন কল্লে?

বি। তার দুষ্কৃতির সমুচিত প্রতিফল হেতু।

রা। তার দুষ্কৃতির প্রতিফল তোমার দেবার কি ক্ষমতা আছে?

বি। ক্ষমতা না থাকলে সে দুরাচার আমার হস্তে বিনষ্ট হবে কেন?

রা। তুমি জান, প্রাণ নষ্ট কল্লে প্রাণ দিতে হয়? তোমাকেও তার অনুগামী হতে হবে।

বি। সে বিষয়ে আমি ভীত বা কুণ্ঠিত নহি। তবে প্রার্থনা, যেন কাপুরুষের ন্যায় আমাকে বসন্তকুমারের অনুগামী না হতে হয়।

ম। হত্যাকারি! গর্ব্ব ত্যাগ কর, যদি কিছুকাল বাঁচবার সাধ থাকে তা হলে মহারাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নতুবা কেন অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হবে? এক্ষণে তোমার দেহ মহারাজের নিকট সম্পূর্ণ অধীন, রাখা না রাখা তাঁর হাত।

বি। কেশরীর দেহও সময়গুণে শৃগালের অধীন হয়ে থাকে, তাতে কি কেশরীর গর্ব্ব খর্ব্ব হয়?

রা। কি, অতদূর আস্পর্দ্ধা? অত অহঙ্কার? তোর মৃত্যু উপস্থিত, তবুও অহঙ্কারের খর্ব্ব নাই? মনে করেছিলাম দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা কল্লে ক্ষমা করবো, কিন্তু আর তোকে জীবিত রাখতে পাচ্চি না, তোকে জীবিত রাখলে বোধ হয় আমারও অমঙ্গল সম্ভাবনা। তুই যখন আজ আমার বন্ধু-পুত্র বসন্তকুমারকে বধ কল্লি, তখন কাল আমাকে হত্যা কত্তে পারিস, অতএব তোকে আর একদণ্ডও জীবিত রাখব না।

বি। (স্বগত) মা জগদম্বে বিপদুদ্ধারিণী বিশ্বজননি! যদি প্রকৃত পক্ষে আমি দোষী হই তাহা হলে আমার জীবনধারণে বাঞ্ছা নাই। মা! তুমি তো অন্তর্য্যামী, যদি নির্দ্দোষী হই আর যদি তোমার শ্রীপাদপদ্মে দেহ মন অর্পণ করে থাকি যদি যথার্থই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবক হই, তা হলে মা! এই ভিক্ষা যেন মহারাজ চন্দ্রকেতুর আর মালতীর কোন অমঙ্গল না হয়।

রা। হত্যাকরী! এখন ক্ষমা প্রার্থনা কর।

বি। ক্ষত্রিয়েরা কখন কাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে না।

রা। তবে আপন কর্ম্মের ফল ভোগ কর। (জল্লাদের প্রতি) হত্যাকারীকে চণ্ডীর স্থানে নিয়ে যাও আমি ওর ছিন্ন মস্তক দেখতে চাই।

জ। যে আজ্ঞা।

বিজয়কেতুকে বন্ধন করিয়া জল্লাদের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—0—

চণ্ডীকার মন্দির। প্রতিষ্ঠিত কালিকা-মূর্ত্তি, কমলাকান্ত পূজায় নিবিষ্ট।

করবদ্ধ বিজয়কেতুকে লইয়া ৪ জন জল্লাদ ও প্রহরীর প্রবেশ।

প্র। এই যে ঠাকুর মশাই এখানে আছেন, বেশ হয়েছে।

ক। (উঠিয়া) একি! যুবরাজ বিজয়কেতু না?

বি। আজ্ঞা হাঁ।

ক। একি! আপনার এ অবস্থা কেন?

প্র। ঠাকুর মশাই! ওঁর সঙ্গে বেশী কথা কবেন না।

ক। কেন?

প্র। কেন তার উত্তর আপনার শুনে কাজ নাই, আপনি খালি ওঁকে উচ্ছ্‌গ্‌গু করে দিয়ে যান।

ক। ওঁকে উৎসর্গ! একি কথা?

বি। আপনি এখন এস্থান হতে প্রস্থান করুন। আমি যখন ডাকব তখন আসবেন।

ক। (স্বগত) চুপি চুপি দেখতে হয়েছে ব্যাপারটা কি।

বি। তোমরা একটু তফাতে দাঁড়াও আমি একটু স্তব করে নিই। পালাবনা ভয় নাই তোমরা আমাকে ঘিরে থাক।

উপবেশন

১ম জ। আহা, এমন নধর গা, এ গায়ে কি করে কি করা যাবে ভাই?

২য় জ। কি করবি বল, যদ্দিন খেতে পত্তে হবে, তদ্দিন রাজা যা যা কত্তে বলবে তাই তাই কত্তে হবে।

৩য় জ। তা ত বটেই।

১ম জ। এ যে করে ভাই রাজার সঙ্গে কথা কইলে, তাতে একে ষোল আনা দুষী বলে বোধ হয় না।

২য় জ। আরে চুপ চুপ, রাজা যা বিচের করেচে তার ওপর কি আমাদের কথা কইবার যো আছে? এখন তোর বিচের বেখে দে, এখন রাজা যে কাজ কত্তে পাঠিয়েছে তাই শেষ করে শিগ্‌গির শিগ্‌গির ফিরে যাই চ।

৩য় জ। ভাই! মুণ্ডুটা কে হাতে করে নিয়ে যাবে, আমি ত পারব না। আমার বউ আজ ৩ মাস পোয়াতি।

১ম জ। বড় কথা মনে করে দিলি, তোকে আব কি আশীর্ব্বাদ করব, তুই বেঁচে থাক্, আমার মত তোর মেগের হাত হক। দেখ ভাই আমার বউ একবার পোয়াতি হয়েছিল, সেই সময় একদিন আমি একটা চোরকে ধরে বেচারাকে মেরেছিলুম। তার পর ভাই চোরটাকে রাজার সভায় দিয়ে বাড়ীতে এসেই দেখি যে আমার বউয়ের গব্বপাৎ। আমি ত ভাই প্রাণ গেলে আজ এ কাজ কত্তে পারব না।

২য় জ। আরে রেখে দে, আমি ওসব মানি টানিনি। বেঁচে থাকুক আমার কত্তা ভজার দল বেঁচে থাকুক আমার বেহ্ম সভার দল, কত পোয়াতি কত গব্বপাৎ হয়ে যাচ্চে তার খোঁজও নেই খবরও নেই। এখন আয় রাজা যা কত্তে বলেছেন তাই করা যাগ্।

(নেপথ্যে বিকট হাস্য)

সকলে। ও বাবা! এ কিরে?

২য় জ। এ কারা হাসলে রে? কিছুইত দেখতে পাচ্ছি না।

১ম জ। ওরে বড় ভাল বোধ হচ্চে না। ওগো মশাই, আপনি যা হয় এক রকম করে থাকুন আমরা কাজ সেরে ফেলি, আর আমরা দেরি কত্তে পারিনি।

বি। একটু অপেক্ষা কর, বাহিরে কারা হাসলেন জানতে পেরেছ কি?

২য় জ। মশাই, ও হাসি ফাসির কথা আমরা বুজি টুজিনি। আমরা এখন যা বলি তাই কর, আমরা কাজ সেরে বাড়ী যাই। ওরে তলোয়ারখানা চোকান আছে কি? না থাকেত শাণিয়ে নে। এমন করে শাণাবি যেন এক কোপেই হয়ে যায়। রাজার হুকুম, মনে আছে ত, কাটা মুণ্ডু দেখাতে হবে।

বি। বাপু তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমাদের ভাল করে বকৃশীস করব।

৩য় জ। আর মশাই, বকশীস করবে কখন? এখনই ত তোমার হয়ে যাবে।

বি। আচ্ছা আগে কিছু দিচ্ছি, (অর্থদান) এখন একটু অপেক্ষা কর।

৩য় জ। (২ জনকে দেখাইয়া) ওরে ভাই এযে সোনার টাকা। (আস্তে আস্তে) আর একটু মোচোড় দিলে আরও কিছু পাওয়া যাবে, তাহলে আর আমাদের পায় কে।

১ম জ। আচ্ছা ভাই একে কি করে কাটবি? এমন দয়ার শরীর। বেছারা যেন রাজপুত্তুর, এ ত ভাই রাজার ছেলে না হয়ে যায় না।

২য় জ। বেশী লোভ করিসনি, এই যা পাওয়া গেছে এই ঢের। আর দেরি করে কাজ নাই।

বি। আর একটু যদি অপেক্ষা কর তাহলে আমি তোমাদের ঐ রকম আর এক হাজার সোনার টাকা দিব আর একটু চুপ করে থাক।

(চক্ষু বুজিয়া ধ্যান।)

১ম জ। কেমন এখন আপনার হয়েছে তো ?

বি। হ্যাঁ হয়েছে, এখন বল আমায় কি কর্ত্তে হবে।

২য় জ। আর কি কর্ত্তে হবে ? চোক বুজিয়ে উপুড় হয়ে শোও আমরা কাটি, আর দেরি কর্ত্তে পারি না।

(বিজয়কেতু শুইলেন জল্লাদ যেমন অসি উত্তোলন করিল অমনি পশ্চাৎ হইতে কতিপয় ডাকিনী যোগিনী আসিয়া জল্লাদের হস্ত হইতে অশি কাড়িয়া লইল ও সকলকে কাটিতে আরম্ভ করিল ও মাভৈ মাভৈ শব্দে দেবিমন্দির প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।)



ষষ্ঠ অঙ্ক।

—:•:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মালতীর শয়ন-গৃহ।

মালতী শয়না, পার্শ্বে সখী উপবিষ্টা, একটী প্রদীপ ক্ষীণ আলোকে জ্বলিতেছে।

মা। অঙ্গ! তুমি আজ এত পরিষ্কার কেন? যিনি তোমাকে পরিষ্কার দেখতে ভালবাসেন তিনিতো জীবিত নাই? তবে তোমার এত পরিচ্ছন্ন থাকবার আবশ্যক কি? আর না, আর তোমার পরিষ্কার থাকা শোভা পায় না, ধূলি ধুসরিত হও (অঙ্গে ধূলি লেপন), অলঙ্কার! তোমরা আর এ দেহে কেন? যার জন্ম তোমাদের শোভা, তিনিতো আর এ পৃথিবীতে নাই? তবে আর আমার এ অসার দেহে কেন বৃথা আশ্রয় গ্রহণ করেছো? তোমরা এ আশ্রয় ত্যাগ কর, আমি আর তোমাদের মুখ দেখব না, তোমরা দূর হও। (শরীর হইতে অলঙ্কার সকল মোচন ও দূরে নিক্ষেপ) (হঠাৎ গাত্রোত্থান ও মুকুরের নিকট দণ্ডায়মান) হাঁ বেশ হয়েছে। একি ঘরে জ্যোৎস্না এসেছে, চাঁদের জ্যোৎস্না? যদি চাঁদের কাছ থেকে এসেছ, তবে এত গরম কেন? উঃ! এযে ভয়ানক গরম। গ্রীষ্মের রৌদ্রের চেয়েও গরম! চন্দ্রদেব! আজ তোমার কিরণ এত উষ্ণ কেন? বড় যাতনা! দেহ জ্বলে গেল! মন জ্বলে গেল। প্রাণ জ্বলে গেল! আর যে সহ্য হয় না হা বিজয়কেতু! হা জীবিতনাথ! হা হৃদয়েশ! হা নাথ!

(মূৰ্চ্ছা)।

স। ওমা! একি! মালতী যে মূর্চ্ছা গেলেন! (শুশ্রূষা) হে ভগবান! কি কল্লে? কি কল্লে? এসব যন্ত্রণা কি নারীজাতির জন্যই সৃজন করেছিলে? (উর্দ্ধদৃষ্টে করযোড়ে) হে মধুসূদন! হে দয়াময়! রাজকুমারী মালতীর

মনে শান্তি দাও ; অহো ! সহায়হীনা অবলাকে আর কষ্ট দিও না। হে চন্দ্রদেব ! তুমি অমৃত বর্ষণে এই রাজকুমারীর অন্তরের তাপ দূর কর। মাতঃ বসুন্ধরে ! তোমার ক্রোড়চ্যুত করে রাজনন্দিনী মালতীকে যেন কালের ক্রোড়ে নিক্ষেপ কর না। (মালতী নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেলেন) হে জিমূতদল ! তোমরা শশধরকে যেমন আচ্ছাদন করে থাক, সেইরূপে পামর কালের করাল বদন ঢেকে রাখ যেন সে দুরাচার রাজকুমারীকে গ্রাস কত্তে না পারে। হা মহারাজ চন্দ্রকেতু ! তোমার কন্যার দশা কি কল্লে ?

নেপাথ্য (গীত)।

জীবনে কি ফল বল, আশা যদি না পুরিল।
আপন কপাল দোষে অমৃতে বিষ উঠিল।
বড় সাধ ছিল মনে, সুখী হ'ব তাঁর সনে,
পোড়া বিধি সঙ্গোপনে সে সাধে বাদ সাধিল ॥
আশা-তরু আরোপিয়ে যত্নে যত্ন বারি দিয়ে,
রাখিলাম প্রেমবনে করিয়া যতন ;—
কোথায় ফলিবে সুফল নিরাশা বায়ু প্রবল,
একেবারে করি বল মূলসহ উচ্ছেদিল ॥

কু। একি ! মালতী কোথায় গেলেন ? বাইরে গান গাইলে কে ? প্রদীপটীও নিবে গিয়েছে, মালতী কোথায় গেলেন, অন্ধকারে কোথা খুঁজব।

[নেপথ্যে গীত।

দেখি দেখি কে গান করে, মালতীর স্বর না ? এত স্পষ্ট বুঝিতে পাচ্চি না, যাই দেখি দেখি কে গান কচ্ছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাঙ্গণ।

মালতী পূর্ব্বের গান গাইতেছেন।

(দৈববাণী।) মালতি! চিন্তা করও না, তোমার স্বামী বিজয়কেতুকে তুমি পুনঃপ্রাপ্ত হবে।

মা। একি দৈববাণী! দেখি কতদূর সত্য হয় (স্থিরভাবে উপবেশন)।

স। আহা উপায় কি, কি করি, কি উপায়ে এঁকে শান্ত করি, এক উপায় ভিন্ন অন্য উপায় ত আর দেখিতে পাই না। হা মহারাজ চন্দ্রকেতু! কি কল্লে মালতী তোমার এক মাত্র কন্যা, পিতা হয়ে তার এ দশা কি করে কল্লে, পিতা হয়ে তুমি তোমার কন্যার এ দশা যাবজ্জীবন কি করে দেখবে?

একান্তে চপলার প্রবেশ ও চুপে চুপে সখীর চঞ্চল টানিল।

সখী। কেও?

চপ। আমি চপলা, গোল করো না, ফিরে এসেছি ভয় নাই। তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি মালতীর সঙ্গে দুটা কথা কই (মালতীর সম্মুখে গমন)।

মা। কেও? চপলা তুমি কোথা থেকে? আমাকে এখন চিন্তে পাচ্চ? এখন আমার কেমন বেশ হয়েছে দেখ দেখি?

চপ। তোমার এ বেশ কেন? কে কল্লে? কে তোমার এমন শত্রু আছে?

মা। এ বেশ কে কল্লে তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্চো? এ বেশ কি আর কারো কর্‌বার ক্ষমতা আছে? আমি আপনি করেছি। আর কেন এবেশ করেছি তাও আবার বলতে হবে? (ক্রন্দন) তুমি কি জান না চপলা আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে? তুমি কি জান না যে আমি সকল সুখে একেবারে জলাঞ্জলী দিয়েছি?

চপ। তুমি যে রাম না হ'তে রামায়ণ গাইছ। তোমায় কে বল্লে

যে তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে? তুমি একজন বুদ্ধিমতী হয়ে পরের কথা বিশ্বাস কর? এখন আমার সঙ্গে এস।

মা। কোথা যাব!

চপ। কোথা যাবে বলব আর কি, সঙ্গে এলেই জানতে পারবে।

মালতীকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মালতীর গৃহ।

মালতীর ও চপলার প্রবেশ চপলা মালতীকে গহনা পরাইতে পরাইতে

গীত।

আজি কি সুখের নিশি হল শুভ সম্মিলনে।
জীবন শীতল হল পেয়ে প্রাণনাথ ধনে॥
তোমা বিনা দিবানিশি, অধরে না ছিল হাসি,
(এখন) দূরে গেল দুঃখ রাশি, সুখ শশী দরশনে॥
আজি বহুদিন পরে, ধরিলাম মনোচোরে,
এখন হৃদি কারাগারে, রাখিব যতনে;—
বিধিমতে সাজা দিব, কারা হতে না ছাড়িব,
মদনেরে বলে দিব, বান মারে নিশি দিনে॥

মাল। তুমি যে আমাকে আরও পাগল কচ্চো, এ তোমার কি ভাবের গান? আর এমন সময় গান?

চপ। গানের সময় না হলে কি গাচ্চি?

মাল। এর চেয়ে মন্দ সময় আর কি লোকের হয়?

চপ। সখি এ সময় লোকের প্রার্থনীয়, এমন সময় লোকের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না।

মাল। আমি তো তোমার কোন কথাই বুঝতে পাচ্চি না।

চপ। তুমি কি মনে কচ্চো যুবরাজ বিজয়কেতুর কোন অমঙ্গল হয়েছে?

মাল। আর বাকি আছে কি?

চপ। বালাই তাঁর সত্তুরের অমঙ্গল হক। তুমিও যেমন পাগল তেমনি বুঝোচ।

মাল। কেন তাঁর কি হয়েছে?

চপ। তা শুনবে না কেবল পাগলের মত যা ইচ্ছে তাই করবে আর বক্‌বে। মনকে স্থির কর তবে ত বলবো।

মাল। চপলা তোর পায়ে পড়ি, আমায় সব ভেঙ্গে বল, তাঁর কি হয়েছে।

চপ। তাঁর কিছুই হয় নাই। আমি থাকতে যদি তোমায় সুখে না রাখতে পারি, তা হলে আমার বেঁচে থাকার ফল কি?

মাল। চপলা দেরি করিস্‌নি, কি হয়েছে, শিগ্‌গির বল?

চপ। অত অস্থির হলে আমি কি করে বলি?

মাল। আচ্ছা আমি স্থির হলাম, এখন বল।

চপ। তিনি বেঁচে আছেন।

মাল। কে বাঁচালে?

চপ। ভগবান।

মাল। সত্তি সত্তি বলছিস্‌ চপলা! আমার মাথা খাস?

চপ। তোমার দিব্বি করে বলছি তাঁর কোন অমঙ্গল হয় নাই।

মাল। আমার যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্চে না।

চপ। তাঁকে দেখলেই ত তোমার বিশ্বাস হবে?

মাল। তুমি কি আমাকে এই সকল কথা বলে বোঝাতে এসেছ?

চপ। এ বোঝান কদিন চলে? ভাল একটী কথা তোমায় বল্‌ব কি?

মাল। কি বল।

চপ। তোমার উপর কি দৈববাণী হয়েছে তা মনে আছে কি?

মাল। হাঁ আছে।

চপ। 'হাঁ আছে' বল্লে হবে না ; তুমি যুবরাজকে পাবে এমন দৈববাণী হয়েছে কি না ?

মাল। তুমি কেমন করে জান্‌লে ?

চপ। (স্বগতঃ) আমি নিজেই যে দৈববাণী তা এখন বুঝতে পারেন নাই। উনি ত উনি আমরা মনে কল্লে ভগবানকে চর্‌কিতে ঘোরাতে পারি।

মা। চুপ করে রইলে যে ?

চ। তোমার সঙ্গে আর কি মিচিমিচি কথা কব।

মা। তোর পায়ে পড়ি চপলা আমাকে বল তাঁর কি হয়েছে ?

চ। তাঁকে দেখতে পেলেই ত হল ?

মা। হাঁ তা হলেই হল—আর কিছুই চাই না।

চ। চাইতে বাকিটে কি রইল ?

মা। আর কথা কইতে পারি না বড় অস্থির হয়েছি।

চপলার ঈঙ্গিতে বিজয়কেতুর প্রবেশ।

বি। কেন মালতি এত অস্থির হয়েছ কেন ?

মা। কেন হয়েছি। (মালতীর গাত্রোত্থান ও বিজয়কেতুর হস্তধারণ) যুবরাজ ! প্রাণেশ্বর ! তুমি কি (মূর্চ্ছা—যেমন পড়িবেন বিজয়কেতু ও চপলা ধরিলেন, বিজয় আপন অঙ্কে করিয়া বসিলেন)।

বি। চপলা শীঘ্র জল নিয়ে এস।

চ। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান।

বি। মালতি! মালতি! প্রাণেশ্বরি ! কেন এমন হলে ? মালতি !

(চপলার জল আনয়ন ও মুখে শিঞ্চন।)

মা। চপলা ! যুবরাজ কোথায় গেলেন ?

বি। এই যে মালতী তোমায় ধরে বসে আছি। ভয় কি আমার জন্য আর কিছু ভেব না। আমি নিরাপদ হয়েছি। জগদম্বা আমাকে রক্ষা করেছেন।

মা। (উঠিয়া) যুবরাজ! প্রাণেশ্বর! নাথ! বিজয়কেতু! এত কষ্ট কি দিতে হয়? দুরাচার বসন্তকুমারের হাত থেকে যে এড়াব তা আর মনে ছিল না। তার হাত থেকে যদি এড়ালেম তার পর তোমার এই বিপদ, একি কম বিপদ? প্রাণ সংহার। উঃ কি ভয়ানক? এখনও মনে হলে গা কেঁপে উঠে শরীর অবশ হয়।

বি। মালতি! আমার সাধের মালতি! আমার হৃদয়ের ঈশ্বরী মালতি! আর কেন সে কথা ভাব, সে সব কথা মনে করে কেন আর বৃথা শরীরকে মনকে কষ্ট দিচ্চ? প্রিয়ে! স্থির হও, আমিই তোমার সকল অনর্থের মূল, আমিই অপরাধী, আমাকে ক্ষমা কর।

মা। বিজয়! তুমি পদে পদে এ পাপিনীর জন্য যৎপরোনাস্তি কষ্ট পেয়েছ, পদে পদে অপমানিত হয়েছ, পদে পদে বিপদে পতিত হয়েছ, তুমি নির্দ্দোষী, ভেবে দেখ্‌লে আমিই অপরাধিনী।

বি। তুমি আপন মুখেই আপনার দোষ স্বীকার কল্লে, দোষী ব্যক্তির ত বিচারে দণ্ড পাওয়া উচিত?

মা। কি দণ্ড দেবে দাও, আমি বুক পেতে নিচ্চি।

বি। (স্বগত) একি! আমি কি কচ্চি! আমি কি পাগল হয়েছি? এখন রাজা রাণী আমাকে চিন্‌তে পারেন নাই, আমি গোপনে এ কি কর্‌ছি? আর আমাকে চেনা দূরে থাক্‌ আমার উপর যখন রাজার বধাজ্ঞা হয়েছে, তখন তিনি নিশ্চয় জানেন যে আমি এ পৃথিবী ত্যাগ করেছি। মহামায়ীর অনন্ত কৃপায় যখন আমার এক প্রকার পুনর্জ্জন্ম হয়েছে তখন কোন না কোন বিশেষ কার্য্যে ব্রতী হয়ে তাঁদের নিকট পরিচিত হতে হবে, এই আমার ইচ্ছা, দেখি জগদম্বা কি করেন, অবশ্যই আমার মন-আশা ফলবতী হবে। এখন এস্থানে এরূপ গোপনভাবে থাকা আমার শোভা পায় না। (প্রকাশ্যে) মালতি! যখন মা জগদম্বার অনন্ত কৃপায় আমার জীবন রক্ষা হয়েছে, তখন আমার একটী অনুরোধ তোমায় রক্ষা কত্তে হবে।

মা। কি অনুরোধ? আর অনুরোধ কথাটী বল্‌তে কি তোমার একটু লজ্জা হলো না, আমার কাছে অনুরোধ?

বি। না না, মালতি আমার একটী কথা আছে।

মা। হাঁ এখন বল।

বি। রাজা রাণী জানেন যে জল্লাদেরা আমাকে বধ করেছে। কৃপা-ময়ীর অনন্ত কৃপায় যে আমি জীবন প্রাপ্ত হয়েছি তাঁরা এখনও পর্য্যন্ত জানতে পারেন নাই। এখন আমার এই অনুরোধ—না না, এই কথা যেন তুমি আর আমাদের পরম বন্ধু চপলা ঘুণাগ্রে তাঁদের নিকট এ বিষয় প্রকাশ না কর।

চ। যে অজ্ঞা—

মা। কতদিন এভাবে থাকতে হবে ?

বি। তা বড় আর অধিক দিন নয়, ঈশ্বর শীঘ্রই আমাদের কূলে আন্‌বেন ; এখন আমি চল্লেম।

প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাণী প্রভাবতীর উপবন।

রাজা চন্দ্রকেতু ও প্রভাবতীর প্রবেশ।

চ। রাজ্ঞি ! রাগ সম্বরণ করতে না পেরে আমি একটী অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করেছি। তাতে আমার এতদূর মানসিক পীড়া হচ্চে যে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।

প্র। কি অন্যায় করেছ মহারাজ ?

চ। বসন্তকুমারকে যে হত্যা করেছে, তার বধাজ্ঞা দিয়ে অত্যন্ত অন্যায় করেছি।

প্র। তা এত অন্যায় কাজ হয় নাই মহারাজ ! উচিত সাজাই দেওয়া হয়েছে। আমার সাত নাই, পাঁচ নাই, একটী মেয়ে, বড় সাধ ছিল বসন্ত-কুমারের সঙ্গে বিয়ে দিক্, তারা দুজনে মনের সুখে থাকবে, আমি চোকে

দেখে জন্ম সার্থক করব। দেখ দেখি, সেই দস্যুর জন্যইত আমি সে আশা ভরসায় একেবারে জলাঞ্জলি দিলেম। আরও দেখ, বসন্তকুমার একজন যে সে ছেলে নয়, একজন রাজার ছেলে; তোমার বন্ধুর ছেলে, মনে কর আজ যদি তার বাপ মা বেঁচে থাকতেন তাহলে আমাদের কি বিপদই ঘটত? তুমি বধ কত্তে হুকুম দিয়েছ বেশ করেছ।

চ। না রাজ্ঞি! ভাল কাজ করি নাই, এখন বুঝতে পাচ্চি একেবারে বধাজ্ঞা দেওয়াটা আমার ভাল কাজ হয় নাই। আরও বিশেষ হত্যাকারীর আকৃতিতে আর তার গর্ব্বিত কথাতে তাকে এখন যে সে একজন সামান্য লোক বলে জ্ঞান হচ্চে না।

প্র। আচ্ছা বসন্তকুমারকে সে কেন খুন করেছে, তা জান্তে পেরেছ?

চ। কেন যে করেছে তার কারণ এখনও বিশেষরূপ জানতে পারি নাই তবে মালতীর বাগান-বাড়ীতে বসন্তকুমারকে একজন হত্যা করেছে এই মাত্র জানা গেছে।

প্র। আচ্ছা আমি একটী কথা বলি, মালতী রাজার মেয়ে তার বাগান-বাড়ীতে রাত্রে দুজন লোকে কাটাকাটি করেছে, এওত বড় ভাল কথা নয়! এখন আমার বোধ হচ্ছে চপলা যা বলেছিল তাই বা ঘটেছে?

চ। কেন? চপলা কি বলেছিল?

প্র। একদিন কথায় কথায় চপলাকে বলেছিলেম যে 'শীঘ্র শীঘ্র বসন্তকুমারের সঙ্গে মালতীর বিয়ে দিলেই আমার প্রাণটা জুড়ায়'। কিন্তু সে কথায় চপলা অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিল যে মালতী বসন্তকুমারকে বিয়ে করবে না।

চ। কেন?

প্র। শোন, আমি বল্লেম কেন? বসন্তকুমার রাজার ছেলে, দেখতে চাঁদের মত, কেন সে তাকে বিয়ে করবে না? তাতে সে বল্লে যে মালতী মনে মনে আর একজনকে পতিত্বে বরণ করেছেন।

চ। সে কি? তার পর তার পর?

প্র। তার পর বল্লেম কে সে? তাতে সে বল্লে যে তারা যখন কাশী থেকে ফিরে আসে তখন পথে এক যুবকের সঙ্গে তাদের দেখা হয়।

তিনি ওদের পরম বন্ধু আর তিনিই যবনদের হাত থেকে ওদের পরিত্রাণ না কর্‌লে ওদের ধর্ম্ম প্রাণ সবই নষ্ট হত।

চ। বটে বটে? তা এসব কথা ত আমাকে আগে বল নাই? তার পর?

প্র। তার পর জিজ্ঞাসা কল্লেম কে সে? তাতে সে বল্লে যে তিনি হস্তিনাগড়ের রাজপুত্র নামটী কি বল্লে আহা—(চিন্তা)

চ। বিজয়কেতু?

প্র। হাঁ হাঁ বিজয়কেতু।

চ। (চমকিয়া) কি সর্ব্বনাশ কি সর্ব্বনাশ! প্রভা কি সর্ব্বনাশ করেছি?

প্র। তা মহারাজ ও বিজয়কেতুই যে এখানে এসেছিল তারি বা প্রমাণ কি? তিনি রাজার ছেলে, এদেশে এসে গোপনে ছিলেন তা ত আমার বিশ্বাস হয় না।

চ। নিশ্চয়ই সেই বিজয়কেতু। এখানে বোধ হয় ওরা কোন কৌশলে তাকে আনিয়েছিল। প্রিয়ে! কি সর্ব্বনাশই করেছি? আমার বিজয়কেতুর সর্ব্বনাশ আমিই কল্লেম? ও জগদীশ্বর! কি কল্লে কি কল্লে. মালতী আত্ম-ঘাতিনী হবে? নিশ্চয় সে আত্মঘাতিনী হবে।

প্র। সেকি মহারাজ?

চ। আর সেকি মহারাজ? হস্তিনাগড়ের রাজা হংসকেতু যিনি আমার সহৃদয় অপেক্ষা প্রিয়তর এই বিজয়কেতু তাঁর পুত্র।

প্র। তাঁর নাম না ননীকুমার?

চ। আহা পার ননীর মত দেহ বলে আর রাজার একমাত্র সন্তান বলে রাজা রাণী তাঁকে 'ননীকুমার' বলে ডাক্‌তেন।

প্র। সেই ননীকুমার এই বিজয়কেতু, রাজা হংসকেতুর ছেলে?

চ। তবে আগে তুমি আমাকে এসব কথা বল নাই কেন?

প্র। আমি জানি যে হস্তিনাগড়ের রাজার ছেলের নাম ননীকুমার। যখন নামের গোলমাল হলো, তখন আমার সন্দেহ হয়েছিল, ভাবলেম আর কোন বিজয়কেতু হবে।'

নেপথ্যে। ও বাবা ও বাবা রক্ষা কর রক্ষা কর। ওগো কে কোথা আছ? ব্রহ্মহত্যা হয়, শিগগির আমাকে রক্ষা কর।

চ। ওকি? কে আবার রাস্তায় চেঁচায়? ব্রহ্মহত্যা হয় যে বলে। কি বিপদ, এযে বিপদের উপর বিপদ দেখছি?

প্র। কৈ আরতো চেঁচাচ্চে না? বোধ হয় চলে গেছে।

চ। না এখানে একটু অপেক্ষা কর আমি একবার দেখে আসি।

প্রস্থান।

প্র। কি সর্ব্বনাশই হচ্চে! এদিকে মুসলমানদের ভয়, কখন্ নগরে আসে; আবার একটী রাজার ছেলের প্রাণ নষ্ট; তার উপর আবার রাস্তায় কে 'ব্রহ্মহত্যা হয়' বলে চেঁচাচ্চে। হে মধুসূদন! হে অনাথনাথ রক্ষা করুন; রক্ষা করুন।

(রাজা চন্দ্রকেতু ও একজন প্রতীহারী মূর্চ্ছিত কমলাকান্তকে ধরাধরি করিয়া প্রবেশ ও কমলাকান্তকে শুয়াইলেন।)

চন্দ্র। কে আপনি? ভয় নাই ভয় নাই? কথা কন, লাল সিং তোম যাও পানি লেয়াও।

প্রতী। জো হুকুম মহারাজ।

প্রস্থান।

রাজ্ঞী। কি সর্ব্বনাশ! আর যে কথা কন না?

চন্দ্র। এ আবার কি বিপদ। মহাশয় কে আপনি? আপনি নিরাপদ হয়েছেন চক্ষু চান, কথা কন ভয় নাই।

কম। হাঁ হাঁ উঁ (আবার নিস্তব্ধ)

চন্দ্র! কি সর্ব্বনাশ! বিপদ যে বিপদের অনুগামী, তা আমা হতেই আজ প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে। (মুখে জল দিয়া) কথা কন, চক্ষু চান, কে আপনি?

কম। হাঁ।

রাজ্ঞী। আঃ বাঁচলেম।

চন্দ্র। এ যে পরিচিত স্বর। এ যে (বিশেষ করে দেখিয়া) কমলাকান্ত ভয় পেয়েছ নাকি?

কম। একটু জল খাব।

প্র। তাইত এযে সহজ গোলমাল নয়।

(নেপথ্যে মহা সৈন্য কোলাহল।)

চ। এযে ক্রমে বৃদ্ধি।

ত্রস্তভাবে একজন সৈন্যের প্রবেশ।

সৈ। মহারাজ মুসলমানেরা নগরে এসেছে। রাজবাড়ির নিকট এলো।

প্র। কি সর্ব্বনাশ?

চ। কি বল্লে দুরাত্মারা এসেছে? ভয় নাই ভয় নাই আমার সমস্ত সৈন্য সশস্ত্র আছে ত?

সৈ। আজ্ঞে হাঁ।

চ। প্রিয়ে অন্দরে যাও।

প্রভার প্রস্থান।

সৈন্যাধ্যক্ষ জয়সেন ও বিজয়সেনের প্রবেশ।

চ। মুসলমানেরা নগরে এসেছে?

জ। আজ্ঞা হাঁ।

চ। জয়সেন! তুমি আর আমি আর ২০০০ পদাতিক সৈন্য দুর্গ রক্ষা করি; বিজয়সেন তুমি নগর রক্ষার জন্য যাও, যাও বিজয় তোমার যত সৈন্য আবশ্যক নিয়ে নগর রক্ষা কর।

বি। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান।

চ। জয়সেন! তুমি ১০০০ পদাতিক নিয়ে দুর্গের উপরে যাও, আর আমি ১০০০ পদাতিক নিয়ে দুর্গের নিম্নে থাকব, কোন ভয় নাই প্রাণপণ করে সকলদিক রক্ষা কত্তে হবে আর দুরাচারদের বিনষ্ট কত্তে হবে।

জ। আজ্ঞা হাঁ—আর ওরা অত্যন্ত ছিদ্রান্বেষী কপট, এমন কোন উপায় কত্তে হবে যাতে ওরা কোন ছল কৌশল কত্তে না পারে।

চ। যথার্থ কথা তবে এখন চল। (নেপথ্যে রণবাদ্য।)

উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অশথ বৃক্ষ মূল।

ফতেউল্লা ও কতিপয় মুসলমান সৈন্য একটি স্ত্রীলোককে বেষ্ঠন করিয়া আছে।

খা। দেখ, আমি বারবার বলচি তোরা যদি মিচিমিচি গোল করবি, তা হলে আমার এই জানির পায়ের নাতি খাবি।

১ম সৈ। (স্বগতঃ) ও পায়ের নাতিত খেতে পাল্লে হয়। আচ্ছা শালা থাক, তোর বুকে হাঁড়ি না নাবাই ত আর করিম নাম ধরিনি। (সকোপে দৃষ্টিপাত)

ফ। সুন্দরি! এখন আমাকে চিন্‌তে পেরেছ? আমি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি, আমার নাম ফতেউল্লা।

স্ত্রী। আমি আপনাকে অনেকক্ষণ চিনিচি। আপনি একজন মস্ত লোক, ৺ আপনার আরও পদ বৃদ্ধি কর্‌বেন, কেন না তিনি দুষ্টের দমন আর শিষ্ঠের পালন কর্ত্তা। আপনি শিষ্ট শান্ত, মিষ্টভাষী, দান্ত, ক্ষান্ত, বদান্য, দয়ালু, ধর্ম্মাবতার, কুর্ম্মাবতার, শূকরাবতার, অধিক কি বলব—আপনি সর্ব্ব ঘৃণাধার।

ফ। (পকেট হইতে একখানি ছোট আয়না ও একখানি মোটা চিরুণী বাহির করিয়া চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে) দেখ সুন্দরি! আমার চুলের ওপর বড় সক, একটু উসকু খুসকু রাখা ভাল বাসিনি। আর আমার চেহারাও বড় নিন্দের নয়? কেমন সুন্দরি?

স্ত্রী। নিন্দের? যেন বিজলি খেলচেন। আপনার চুলের কথা আর কি বলব এমনি নরম যে শুঁড় কাটা হাতির রোঁয়াও হার মেনে যায়।

নাঁক দেখলে কপিরাও লজ্জা পায়। আর সর্ব্বাঙ্গের কথা অধিক কি বলব আপনার যদি একটি থাকত, কার সাধ্য বলে অঙ্গহীন।

ফ। হা-হা-হা সুন্দরি! এ সকলই তোমার কৃপায়। তবু বয়েস হয়েছে, তা বোধ হয় এমন অধিক হয় নি?

স্ত্রী। না না এমন বয়েসই বা কি হয়েছে? এখনও দুদে দাঁত ভাঙ্গেনি, আর ভাল করে শুঁকে দেখ্‌লে বোধ হয় আজও তোমার গায়ে আঁতুড়ের গন্ধও পাওয়া যায়।

ফ। হা-হা-হা (গোঁপ মোছড়াইতে মোছড়াইতে) এখন তোমার মেহেরবাণী। তোমার নাম কি সুন্দরি?

স্ত্রী। আমার নাম কুমুদ।

ফ। তোমার সাদি হয়েছে?

স্ত্রী। হাঁ হয়েছে।

ফ। সুন্দরি! বলতে সাহস হয় না, যদি এ দাসের প্রতি নেক নজর কর, আমাকে যদি নিকে কর?

স্ত্রী। পামর! শূওর হয়ে অমৃত খেতে ইচ্ছে করিস? তুই কি আমাকে তোদের মত অসতী বলে মনে করেছিস? তুই কি জানিস না যে হিন্দু স্ত্রীরা প্রাণ অপেক্ষা অমূল্য সতীত্ব রত্নকে অধিক ভাল বাসে।

ফ। তোবা তোবা আল্লা রসুল তোবা। সুন্দরি! সাবধান, সাবধান! তুমি যে কথা বল্লে ওকথা আমাদের বল্‌তে নাই। আমি নাকি একেবারেই তোমার শ্রীচরণের দাস হয়ে পড়েচি, তাইতে মাপ কল্লেম। কিন্তু সুন্দরি! তুমি যদি ভালমানষিতে রাজি না হও, তাহলে জোর জোরাবৎ কত্তে হবে।

স্ত্রী। (স্বগত) রাগে কাজ হবে না, ঘুরিয়ে দিই। (প্রকাশ্যে) ভাই! তোমার মনন্ত অরসিক পুরুষ, আর কখন দেখিনি? একেবারেই আমার উপর চটে গেলে? এর পরে কত ঠাট্টা করব, হাস্‌তে হাস্‌তে কত গালাগালি দেব; চোক ঠেরে কত লাতি মারব, গালে কত ঠোনা মারব তাহলেত আমাকে একেবারে মেরে ফেলবে?

ফ। (স্বগত) ইস্ কি অন্যায়ই করেচি। (প্রকাশ্যে) মুন্দরি! মাপ কর। (হস্ত জোড় করিয়া) আমাকে ক্ষমা কর, আমার কসুর হয়েছে, তোবা তোবা সুন্দরি! তোমার পাতে পড়চি আমাকে মাপ কর।

স্ত্রী। থাক, ওসব কথা যাক, এখন যে একটী গোলোযোগের কথা আছে?

ফ। কি জানি! বল তোমার কি গোলযোগের কথা আছে?

স্ত্রী। কথাটা এই মহারাজা চন্দ্রকেতু যদি জানতে পারেন তাহলে যে বড় গোলোযোগ হবে?

ফ। হা—হা—হা—সুন্দরি! আর হাসি রাখা যায় না। হা—হা—হা সুন্দরি! চন্দ্রকেতু কোথায়? তুমি কি এখন শোন নাই? হা—হা—হা চন্দ্রকেতু যে এতক্ষণ যমালয়ের অর্দ্ধেক পথে। সুন্দরি! এখন রাজি হও, রাজি তোমাকে হতেই হবে তোমার পায়ে পড়ে রাজি করাব।

স্ত্রী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ কি কথা শুনলেম? আমি যে একবার বেরুতে পাল্লে হয়। হে দয়াময়! তোমাকে ডাকবার সময় পাচ্চিনে তুমিত অন্তর্যামি ঠাকুর জানতে পাচ্চ, আমি কি ঘোর বিপদে পড়েছি, কৃপা কর দয়াময়।

ফ। কি ভাব্‌চ সুন্দরি?

স্ত্রী। ভাব্‌চি এমন কিছু নয় রাজি হতে পারি, কিন্তু—

ফ। 'কিন্তু' কি বল?

স্ত্রী। আমার যে ভাই ভয় করে।

ফ। হা—হা—হা—ভয়? কারে ভয়? আমি যখন তোমার খসম্, তখন তোমার আবার ভয় কারে? কারে ভয় এখনই বল, এখনই সে ভয়ের উচিত শাস্তি দিচ্চি।

স্ত্রী। ভাই! কি জান সেই আমাদের যা ভয়, সে ভয়টুকু না গেলে কিন্তু সম্পূর্ণ রাজি হতে পারি না।

ফ। সুন্দরি! শীঘ্র বল, কি কল্লে তোমার সে ভয় যায়, আমি তা এখনই কত্তে প্রস্তুত আছি।

কু। তুমিত প্রস্তুত আছ, কিন্তু দেখ যেন আমায় অপ্রস্তুত কোরো না। ভয় আর কিছুই নয় আমার স্বামী আছেন, তাঁর নাম বিজয়কেতু, তিনি

যতক্ষণ বেঁচে থাকবেন ততক্ষণই আমার ভয়। সে বড় দুষ্টু লোক, সে বেঁচে থাকতে আমি রাজি হতে পারি না।

ফ। হা হা সুন্দরি, এই তোমার ভয়? তা একি একটা ভারি কাজ? এতক্ষণ বলো নাই কেন? আমি এখনই হুকুম কচ্ছি।

কু। এ হুকুম কল্লে হবে না, তোমায় নিজে যেতে হবে। তিনি যে রকম বীর তুমি নিজে না গেলে হবে না।

ফ। সুন্দরি! তুমি আমাদের জান না তাই এমন কথা বল্‌ছো। এ পৃথিবীতে এমন কে বীর আছে, বিশেষ কাফের হিঁদুর মধ্যে এমন কে বীর আছে যে আমাদের জয় কর্ত্তে পারে? আমরাই এখনকার বীরকেশরী, হিঁদুরা এখন গিদ্ধড়। ভারত ত আমাদের এক রকম একচেটে হয়ে আসচে বল্লেই হয়। আচ্ছা সুন্দরি আমি নিজেই যাব আমি নিজেই তোমাকে নিষ্কণ্টক করবো। দেখ সৈন্যগণ! একটা গিদ্ধড় মারতে যেতে হবে।

সৈ। যে আজ্ঞা।

ফ। তোমাদেরও আমার সঙ্গে যেতে হবে। সুন্দরি! কোথায় গেলে তার দেখা পাব?

স্ত্রী। তা অধিক দূর যেতে হবে না তিনি নিকটেই আছেন।

ফ। এই নগরে আছেন তো?

স্ত্রী। এই নগরে আছেন বৈকি, তিনি তোমাদের সৈন্যদলের মধ্যে আছেন।

ফ। আমাদের সৈন্যদলে হিন্দু কেন? তিনি কি আমাদের পক্ষ হয়ে আছেন?

স্ত্রী। না, তোমাদের দলে আছেন কিন্তু বিপক্ষভাবে আছেন।

ফ। হিন্দু বিপক্ষ আমাদের দলে?

স্ত্রী। হাঁ তিনি শত্রুসংখ্যা কমাবার জন্য আছেন। বীরবর! তিনি তোমাদের পরম শত্রু।

ফ। বটে? শত্রুভাবে আছে? সৈন্যগণ শীঘ্র প্রস্তুত হও।

সৈ। আজ্ঞা আমরা প্রস্তুত আছি, এখন হুকুম কল্লেই হয়।

ফ। সুন্দরি। আমাদের পরম শত্রু নিপাত কত্তে চল্লেম, এখন যাবার সময় একবার আলিঙ্গন দেও (হস্ত প্রসারণ)।

স্ত্রী। (একটু সরিয়া) ওকি? এখন কিও? আগে আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর, তার পরতো আমাদের আছেই।

ফ। তুমি তাকে দেখিয়ে দিতে পারবে?

স্ত্রী। হাঁ পারবো বৈকি।

(নেপথ্যে) ধন্য বীরগণ! ধন্য তোমাদের বাহুবল, ধন্য অস্ত্র শিক্ষা তোমরাই ভারতের সুসন্তান বলে পরিগণিত।

ফ। একি কারা চেঁচায়? কে কাদের ধন্যবাদ দিচ্ছে?

স্ত্রী। ধন্যবাদ পাবার যোগ্য আর কে, তোমরাই তো; আমি বলি এখন আর এগিয়ে কাজ নাই, একটু অপেক্ষা কর।

(নেপথ্যে) তোমরা এখন যাও নগরবাসীদের শান্তি রক্ষার্থে তোমরা বহির্গত হও, আর অপেক্ষা কর না। নগরবাসীরা অত্যন্ত ত্রাশিত হয়ে রয়েছে, তোমরা শীঘ্র গিয়ে অভয়দান কর। ঐ যে ওখানে কারা বসে রয়েছে?

বিজয়কেতু ও কতিপয় হিন্দু সৈন্যের প্রবেশ।

ফতে। নরাধম! তুই এখনও জীবিত আছিস্?

স্ত্রী। (স্ত্রীলোকটী দৌড়িয়া বিজয়কেতুর পদতলে পড়িয়া) যুবরাজ ঐ দুরাচার আমার সতীত্ব নষ্ট করবার চেষ্টা কচ্ছিল, আমি কৌশলে ওকে আপনার নিকট নিয়ে যাচ্ছিলেম।

বিজয়। ভয় নাই, দুরাচার এখনও তোদের যুদ্ধের সাধ মেটে নাই? (ফতেউল্লার সহিত অসি যুদ্ধ) তোমরা ওকজন পামরকে সংহার কর আমি ঐ রক্তে স্নান করি।

(হিন্দু সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে করিতে যবন সৈন্যগণকে আহত করিতে করিতে প্রস্থান করিল, যুদ্ধ করিতে করিতে ফতেউল্লা যেমন অসি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে—)

স্ত্রী। ফতেউল্লা পালিও না পালিও না ফের ফের (ফতেউল্লার অসি লইয়া) এই নেও অস্ত্র ধর।

বিজয়। রণবীর! ওকে ধর ধর ও পামরকে ধরে নিয়ে এসো?

রণবীরের প্রস্থা ও ফতেউল্লার গলা টিপিয়া পুনঃ প্রবেশ।

বিজয়। পামর! নির্লজ্জ! অস্ত্র ত্যাগ কর্‌তে লজ্জা করে না?

স্ত্রী। সেকি নাগর পালিয়ে যাচ্ছিলে কেন? আমাকে নিকে কর্‌বে না?

বিজয়। অস্ত্রহীনকে বধ করি না? অস্ত্র গ্রহণ কর? একমাত্র তোকে বধ কত্তে পাল্লেই নিস্কণ্টক হই। (স্ত্রীলোকের প্রতি) ওকে অস্ত্র দাও (স্ত্রীলোক অস্ত্র ফেলিয়া দিলেন)

ফ। (অসি লইয়া) বটে আমাকে বধ কল্লেই নিস্কণ্টক হও? এস দেখ কে কাকে বধ করে? (উভয়ের অসি যুদ্ধ ও ফতেউল্লার পতন)

স্ত্রী। হারামজাদা, পাজী, ছুঁচো, তুই যে মুখে আমায় নিকে কত্তে চেয়েছিলি, সেই মুখ (পদাঘাত করিয়া) এই এর যোগ্য—(পদাঘাত)

ফ। সুন্দরি! ক্ষমা কর, আর না যথেষ্ট হয়েছে, জানি এ জন্মে তুমি আমার হলে না, পর জন্মে তুমি আমার হবে, এখন একবার আলিঙ্গন দেও।

স্ত্রী। নরাধম এখন আলিঙ্গনের সাদ মেটেনি (ফতেউল্লার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিলেন) কেমন সাদ মিট্‌ল?

ফ। হাঁ মি—টি—ল—মৃত্যু।

একজন হিন্দু সৈন্যের প্রবেশ।

সৈ। যুবরাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে—

বিজয়। কেন কেন কি হয়েছে?

সৈ। আমরা বুঝি মহারাজকে হারিয়েছি।

বিজয়। সে কি? শীঘ্র ভেঙ্গে বল কি হয়েছে?

সৈ। যবনেরা পরাস্থ হয়ে বার্গোবপুরের বনের দিকে যাচ্ছিল, মহারাজ তাই দেখে যেমন নগরের দিকে ফিরে আস্‌ছিলেন অমনি হঠাৎ এক দল যবন সৈন্য এসে মহারাজকে হরণ করে নিয়ে গেল।

বিজয়। সেকি কতক্ষণ?

সৈ। অধিকক্ষণ নয়, তারা বোধ হয় এতক্ষণ বার্গোবপুরের বনে পৌঁছে থাকবে।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বার্গোবপুরের বন—যবন শিবির।

গোরাচাঁদ ও রাম হাজরা দুইখানি সিংহাসনে উপবিষ্ট ও কতিপয় যবন সৈন্য আসীন, সম্মুখে রাজা চন্দ্রকেতু দণ্ডায়মান, দুই ধারে প্রহরীগণ দণ্ডায়মান।

গো। বালাণ্ডাধিপতি! তুমি এক্ষণে স্বাধীন না দিল্লীশ্বরের অধীন?

চ। সম্পূর্ণ স্বাধিন, ক্ষত্রিয়েরা প্রাণ থাক্‌তে কারও পরাধীন হয় না! তুই কে?

রাম। উনি কে এখনও চিন্তে পার নাই? উনি দিল্লীশ্বরের প্রেরিত সেনাপতি—তোমার কাল।

চ। আমার কাল? চন্দ্রকেতুর কাল?

রাম। তুমি কি রহস্য কচ্ছ? তুমি কি মনে কচ্ছ তুমি জীবিত আছ?

চ। তোদের জীবন শূন্য না করে আমি নির্জীব হব না।

রাম। হা—হা—হা এজন্মে না পর জন্মে?

চ। এই জন্মেই।

রাম। তোমার জীবনের শেষ তো অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার এই হস্তে।

চ। রে হিন্দু কুলাঙ্গার! নিশ্চয়ই তুই যবন বীর্জে উৎপন্ন।

রাম। চন্দ্রকেতু ক্ষান্ত হও, এখন তুমি সে চন্দ্রকেতু নও, তুমি যে মুখে আমাকে কারারুদ্ধ কত্তে অনুমতি করেছিলে এখন আর তোমার সে মুখ

নাই। তুমি এখন স্বাধীন নও, তোমার দেহ এখন আমাদের সম্পূর্ণ অধীন। তুমি এখন বন্দি, আজ রাম হাজরা তোমার উপর ওরূপ হুকুম জারি কত্তে পারে।

চ। চক্ষু দর্শন শক্তিহীন হও, কর্ণ বধির হও, আর যেন তোমাদের সাহায্যে এই দুরাচারদের কলুষময় দেহ দেখ্‌তে আর পাপিষ্টদের শ্রুতিকটু কথা শুন্তে না হয়।

গো। চন্দ্রকেতু গর্ব্ব ত্যাগ কর। বিপক্ষকে ছলে বলে কৌশলে হস্তগত করাই বিধি। আমরা তোমার নিকট পরাস্থ হয়েছি সত্য, কিন্তু তোমাকে যখন হস্তগত করা হয়েছে তখন আমাদের জয়! এখন একটী কাজ কত্তে তোমাকে স্বীকৃত হতে হবে।

চ। কি কাজ?

গো। যুদ্ধে পরাস্থ হয়েও যখন তোমাকে হস্তগত করেছি তখন তোমার রাজ্য জয় কত্তে আমাদের আর বিশেষ কষ্ট পেতে হবে না, তা হলে তোমাকে আমাদের মুষলমান ধর্ম্মাবলম্বি হতে হবে।

চ। যদি না হই?

গো। তা হলে রাম হাজরা-মহাশয়ের কথা কখনই মিথ্যা হবে না। যদি দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার না কর, তা হলে তোমার মৃত্যু উপস্থিত।

চ। তুমি কে?

রাম। তোমার স্মরণ আছে কি? সে দিন একজন ভেকধারি ফকির তোমার সভায় গিয়েছিল?

চ। আছে তুই কি সেই ছদ্মবেশী যবন।

গো। হাঁ আমি সেই ছদ্মবেশী যবন।

রা। এবার চিনেছ উনি কে?

চ। চিনিছি, দস্যু দলের এক জন প্রধান।

রা। (স্বক্রোধে) চন্দ্রকেতু তুমি আপন ইচ্ছায় আপন কালকে ডাকচো, এখন একবার এ জন্মের মতন আপন উপাস্য দেবতার নাম উচ্চারণ করে নাও, আর তোমার নিস্তার নাই।

(যেমন রাম হাজরা চন্দ্রকেতুকে কাটিকার মানসে অসি উত্তোলন করিল, সেইক্ষণেই অপর দিক হইতে একটা মর্ম্মভেদী শর রাম হাজরার বক্ষে প্রবিষ্ট হইল)

রাম। উঃ কেরে (সিংহাসন হইতে পতন)

গোরা। একি একি আপনি এমন হয়ে পড়্‌লেন কেন? একি বুকে তীর মাল্লে কে, তীর কোথা থেকে এলো?

রাম। উঃ প্রাণ যায় শরীর অবশ হয়ে আসছে বিষের জ্বালা, এ শর বিষাক্ত (দন্ত কিড় মিড় করিতে করিতে) উঃ চন্দ্রকেতু বড় দুঃখ মনে রইল তোকে স্বহস্তে সংহার কত্তে পাল্লেম না, উঃ বড় যতিনা। উঃ কে রে, বড় সময়ে বাদ সাধ্‌লি, বড় যাতনা—বড় জ্বালা—বিষের জ্বালা। চন্দ্রকেতু! তোর কারাগার ভেঙ্গে বেরিয়েও কোন কাজ কত্তে পাল্লেম না, বড় দুঃখ রইল। যদি বাঁচি এঁর প্রতিশোধ নেবো।

গো। ওরে তোরা দেখিস যেন চন্দ্রকেতু কোথাও না পালায়।

প্র। যে আজ্ঞা।

গো। আপনার শরীর কি বড় খারাপ বোধ হচ্চে?

যোদ্ধৃবেশে যুবরাজ বিজয়কেতুর প্রবেশ
ও অন্তরালে অবস্থিতি।

রা। বড় খারাপ গোরাচাঁদ বড় খারাপ। অদৃষ্টের ফল, বড় অদৃষ্টের ফল, বড় কপালের জোর। আজ আমার সন্দেহ ভঞ্জন হল, গোরাচাঁদ! আজ উচিত শাস্তি হল। উঃ একি হলো, এযে অঘটন যটনা হল। আঃ বড় যাতনা। চন্দ্রকেতু তুমি আজ আমায় উদ্ধার কল্লে, চন্দ্রকেতু আমি অতি নরাধম। গোরাচাঁদ কিছু মনে কর না, অসন্তুষ্ট হও না, মনের কথা তোমায় ব্যক্ত করি কিছু মনে কর না আর যা কত্তে বলব তাই কর তানা হলে তোমার অমঙ্গল। চন্দ্রকেতুর কারাগারে যদি আমার মৃত্যু হ'ত তা হলে দুরাচার যবনদের কৌশলে আমার এরূপ দুরবস্থা হতো না; উঃ বড় কষ্ট, চন্দ্রকেতু! মহারাজ! ভারতের প্রিয় সন্তান! বর্ত্তমান রাজাদের মধ্যে তুমিই প্রতাপশালী আমি তোমার আশ্রয় ত্যাগ করে কেন দুরাচার যবনদের

আশ্রয় গ্রহণ করে ছিলাম, এই তার পরিণাম। গোরাচাঁদ ! তুমি প্রাণ নিয়ে পালাও। তুমি যে সকল দুষ্কর্ম্ম করেছ তার সীমা নাই, তোমার পাপের সীমা নাই। মনে করে দেখ দেখি, কি কৌশল জাল বিস্তার করে বঙ্গরাজ্য অধিকার করেছ ? সে পাপের কি সীমা আছে ? তুমি কি অমর হয়ে পৃথিবীতে এসেছ ? তাই বলচি তুমি প্রাণ নিয়ে পালাও, বালাণ্ডাধিপতি মহারাজ চন্দ্রকেতুর রাজ্য হতে প্রস্থান কর, তা না হলে তোমারও মৃত্যু উপস্থিত। চন্দ্রকেতু তোমার কাল, নিশ্চয়ই তোমার কাল। এত গূহ সন্ধান পেয়ে, গভীর রাত্রে চোরের মত নগরে প্রবেশ করেও যখন এ রাজ্য হস্তগত কত্তে পাল্লে না, তখন মনে করনা যে তোমাদের মন আশা ফলবতী হবে, এখন প্রাণ নিয়ে পালাও। মহারাজ ! বীর কেশরি ! বালাণ্ডাধিপতি প্রবল প্রতাপশালী মহাভাগ চন্দ্রকেতু ! যথার্থই তুমি ধর্ম্মপুত্র, যথা ধর্ম্ম তথা জয়, "ধর্ম্ম রক্ষতি ধার্ম্মিকং" ; বিধর্ম্মী সদাচার ভ্রষ্ট দুরাচার যবনদের কি ক্ষমতা যে যে তারা তোমার ঐ পবিত্র পদপদ্ম স্পর্শ করে। উঃ বড় যাতনা বাড়চে, আর কথা কইতে পাচ্চি না। তোমার সম্মুখে আমার মৃত্যু উপস্থিত, উঃ শরীর অবশ হয়ে এলো। মহারাজ ! তোমার পাদপদ্ম এ দুরাচারের শিরদেশে অর্পণ কর যদি এতেও আমার সকল পাপ ধ্বংশ হয়, মহারাজ ! চন্দ্রকেতু ! জ—গ—দী—শ্ব—র। (মৃত্যু)।

গোরা। পাপিষ্ঠ, নরাধম চন্দ্রকেতু। দেখ তোর কি দুরবস্থা করি, শৃগাল কুকুর দিয়ে তোর ঐ পাপ দেহ খাওয়াব।

যুবরাজ বিজয়কেতুর প্রবেশ।

বিজ। সাবধান, বিধর্ম্মী যবন সাবধান, বৃদ্ধ বঙ্গেশ্বরকে পাসনি, বৃদ্ধ কাশ্মীরাধিপতিকে পাসনি যে ছলে কৌশলে রাজ্য অধিকার করবি।

গো। তুই কোথা হতে এলি ? তোর ত মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেম ? তা আমার হাতে তোর মৃত্যু তুই অন্যের হাতে মরবি কেন ?

বিজ। রে দুর্ব্বৃত্ত দুরাচার যবনাধম ! কার হাতে কার মৃত্যু এখনই জানতে পারবি। হিন্দু কুলাঙ্গার ঐ রাম হাজরার দশা ত স্বচক্ষে দেখচিস্ ? তুইও ওর অনুগমন করবি তার বিলম্ব নাই।

গো। রাম হাজরাকে তীর মাল্লে কে? বোধ হয় তুই মেরেচিস্।

বিজ। ধর্ম্ম, ধর্ম্ম তীর মেরেছেন। ধার্ম্মিকদের ধর্ম্মই রক্ষা করেন। তোকে এই শেষ কথা বলচি, যদি প্রাণ বাঁচাবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে এই মহারাজ চন্দ্রকেতুর পাদপদ্মে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নতুবা তোর আর রক্ষা নাই।

গো। কি বল্লি পামর? ক্ষমা প্রার্থনা? আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব? এ কথা আমায় বলতে তোর মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হল না?

বিজ। ভয়? তোকে দেখে ভয়? হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী যবনকে দেখে আমার ভয়? শৃগালকে দেখে সিংহের ভয়? নিশ্চয় তুই আসন্ন মৃত্যুর ন্যায় প্রলাপ দেখছিস। মনে করে দেখ দেখি তোরা কি অবস্থায় এ বালাণ্ডায় এসেছিলি, আর এখন তোদের কি অবস্থা হয়েছে? তোদের সে সব সৈন্য কোথায়? বৃথা আর তোর সঙ্গে বাদানুবাদ করে কোন ফল নাই, এখন বাক যুদ্ধ পরিত্যাগ করে অস্ত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। (উভয়ের যুদ্ধ ও গোরাচাঁদের পতন।)

গো! উঃ মলে মরে, প্রাণ গেল রে। (উঠিতে উদ্যত ও পতন) একি আর যে শক্তি নাই। কে আচিস রে গোটা কতক পান ও চারটি সুরকি নিয়ে আয়। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) কেউ নাই? এখন আমার কেউ নাই? এক ঘন্টা পূর্ব্বে আমি হাজার হাজার চাকরের মনিব ছিলেম, এখন আমার একজনও নাই? উঃ সংসারের কি বিচিত্র গতি। আচ্ছা, যেমন আমায় কেউ পান আর সুরকি এনে দিলী না, আমি অভিসম্পাৎ কচ্চি, এ বালাণ্ডায় পান জন্মাবে না, আর যদি কেউ কোটা বাড়ি করে সে নির্ব্বংশ হবে। উঃ—আঃ—আর কথা বেরুচ্চেনা, শরীর অবশ হয়ে এল, আর—কি—চন্দ্র—কেতু। (মৃত্যু)।

বিজ। মহারাজ! এ গোরাচাঁদ যে আপনার রাজ্যে অভিসম্পাত কল্লে?

চন্দ্র। বৎস। ওর অভিসম্পাৎ মিথ্যা হবার নয়। ইতিপূর্ব্বে এই গোরাচাঁদ ছদ্মবেশে একবার আমার সভায় গিয়ে কতকগুল আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়েছিল। তার মধ্যে বাঁশের বেড়ায় চাঁপা ফুল ফুটিয়েছিল, এইটে অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল।

বিজ। মহারাজ! আর ও সব কথা আন্দোলন করবার আবশ্যক নাই।

এখন চিন্তা দূর করুন ; আপনার রাজ্য রক্ষা হয়েছে, এখন আপনার সম্পূর্ণ জয়।

চন্দ্র। প্রাণাধিক ! জীবন সর্ব্বস্ব বিজয়কেতু ! তুমি আমাকে স্বহস্তে বধ কর, তোমার সম্মুখে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্চে। আমি তোমাকে কি দণ্ডাজ্ঞাই দিয়েছিলেম, আমি তোমার প্রতি পশুর ন্যায় ব্যবহার করেছি।

বিজ। (চন্দ্রকেতুর পদতলে পড়িয়া) মহারাজ ! আমিই সে বিষয়ে অপরাধী ! বিচারকালে আমি যদি আমার প্রকৃত পরিচয় দিতেম, কিম্বা আমি যদি সে রূপ কটূ কাটব্য না কত্তেম, তা হলে ত মহারাজ ! আপনি আমার প্রতি ওরূপ দণ্ডাজ্ঞা কত্তেন না ? সে বিষয়ে আমিই মহারাজের শ্রীচরণে বিশেষ অপরাধী হয়েছি। এক্ষণে সে সব কথা থাক, এখন অনুমতি হলে মহারাজের শ্রীপাদ পদ্মে একটি কথা নিবেদন করি।

চন্দ্র। সে কি বিজয়কেতু ? কি কথা বল ?

বিজ। আমি এই স্থানে অবস্থান করি, আপনি স্বভবনে প্রত্যাগমন করে রাজ পরিবার ও প্রজাবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করে সকলকার শুভ সংবাদ দুত দ্বারা এ দাসকে প্রেরণ কত্তে আজ্ঞা হক, আমি সেই সংবাদ শুনে সন্তুষ্ট চিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করি।

চন্দ্র। সে কি বিজয়কেতু ? এ কি কথা বলচো ? আজ হতে এ বালাণ্ডা নগরী কার ? তুমি যে আমার কি অমূল্য রত্ন তা কি এখনও জানতে পার নাই ? আর আমাকে লজ্জা দিওনা। আমর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়—আমার একমাত্র মালতীর প্রিয়তম তুমি, তুমি আমার পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়, আমার পুত্র সন্তান নাই, কিন্তু আজ হতে আমার সে দুঃখ দূর হল। এখন চল বৎস্য ! আমার একমাত্র মালতী রত্ন তোমার করে অর্পণ করে আমার জীবন সার্থক করিগে।

—:০:—

অষ্টম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কালীবাড়ী—দেবীমূর্ত্তি।

রাণী প্রভাবতী, রাজকুমারী মালতী, চপলা ও দাসীগণ উপবিষ্টা।

প্র। (পূজা অন্তে) মা জগদম্বে! রক্ষা কর মা, মহারাজকে রক্ষা কর, আপন প্রাণ অপেক্ষা—আপন সন্তান অপেক্ষা—প্রিয় প্রজার হিত কামনায় রত—এমন প্রজাপালককে রক্ষা কর মা। যুদ্ধের যেন শুভ সংবাদ পাই। মাগো! ঘোর বিপদে পড়েছি, যা কখন ভাবি নাই, যা কখন স্বপ্নেও দেখি নাই, তাই ঘটেছে। বালাণ্ডার ম্লেচ্ছ এসেছে, মাগো এ ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার কর মা। যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়, পাপ যেন পুণ্যকে জয় না করে। যারা পরশ্রী কাতর, দ্বেষ হিংসায় যাদের শরীর পূর্ণ, সতী নারীর অমূল্য রত্ন সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে যারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, পাপ যাদের অঙ্গের ভূষণ, এমন পাপমতি যবন কি তোমার শ্রীপাদপদ্ম সেবক মহারাজকে যুদ্ধে জয় করবে? মা গো। এই ভিক্ষা, তোমার ঐ রাঙ্গা চরণে এই ভিক্ষা, যেন পুণ্যের জয় শুন্‌তে পাই, যেন এ বালাণ্ডা রাজ্য শত্রুর হাতে না যায়।

গীত।

মাল। তাপিত তনয়ে তব কর তারা পরিত্রাণ।
কৃপা করি কৃপাবারি কিঙ্করে করিয়ে দান॥
কুচিন্তা প্রখর কর, করিছে মা জর জর,
না দেখি উপায় আর কিসে যুড়াইব প্রাণ।

(হিন্দুবেশে একজন যবন সৈন্যের প্রবেশ।)

প্র। কে তুমি?

সৈ। মা! আমি মহারাজের ক্রীতদাস, আমি তাঁর একজন সেনা।

প্র। কোথা থেকে আসচ?

সৈ। মা! আমার এ বেশ দেখে কি বুঝতে পাচ্চেন না যে আমি কোথা থেকে আস্‌চি?

প্র। তুমি কি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আস্‌চ?

সৈ। আজ্ঞা হাঁ।

প্র। তুমি একা এসেচ কেন? যুদ্ধের সংবাদ কি?

সৈ। যুদ্ধের আর কি সংবাদ দিব মা, তবে মহারাজ আপনাদের যা যা কত্তে বলে পাঠিয়েছেন তাই বলতে এসেছি।

প্র। বলে পাঠিয়েছেন? সে কি?

সৈ। আর কি বলব মা, মুষলমানেরা যুদ্ধে জয়ী হয়ে মহারাজকেত আপাততঃ ধরে বেধে রখেছে, তার পর কি করে বলা যায় না।

প্র। কি বল্ল? তাঁকে ধরে বেদে বেধেছে? যবনেরা যুদ্ধে জয়ী হয়েছে?

মাল। বাবাকে ধরে বেধেছে? তিনি কি সেখানে একা আছেন?

সৈ। আজ্ঞা হাঁ, তিনি এখন একাই আছেন, আর প্রায় সবই কাটা পড়েছে, আর দু একজন কৌশল করে পালিয়ে গিয়েছে। আর আপনিও যাঁর কথা মনে করে বলচেন, তা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি ত যুবরাজ বিজয়কেতুর কথা বলচেন? আহা! তিনি ত কাল কাটা পড়েছেন। আমি আর বেশী দেরি কত্তে পারি না, মহারাজ যা বলে পাঠিয়েছেন, তাই বলে যাই। তিনি এই বলে পাঠিয়েছেন যে, "আমার ত মৃত্যু আজই হবে, তবে পরিবারেরা যেন সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করেন, মুষলমানেরা আর খানিক পরেই রাজবাড়ী লুট কত্তে যাবে, তাদের যাবার আগে যেন পরিবারেরা যে কোন উপায়ে হ'ক প্রাণ ত্যাগ করে, এ ভিন্ন সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষার আর অন্য উপায় নাই।" তিনি এই কটি কথা বলে পাঠিয়েছেন। কি করব মা! অদৃষ্টে যা ছিল তাই হল, এখন আমি আসি, ওদিকে দেখিগে কি হচ্চে না হচ্চে।

সৈনিকের প্রস্থান।

প্র। মা গো! কি শুনলেম, একি হলো (মূর্চ্ছা)।

মাল। ও চাঁপা, একি হলো, মা যে মূর্চ্ছা গেলেন, শিগ্‌গির জল নিয়েস

চাঁপা। এই যে জল এইখানেই আছে। (কোশা হইতে জল লইয়া প্রভাবতীর মুখে সিঞ্চন)।

প্র। (চৈতন্য পাইয়া সক্রন্দনে) মালতি, চাঁপা, আর কি দেখ্‌চ, সব ফুরিয়ে গেল। কি সর্ব্বনাশ হল, আমাদের কি হবে, চল—মহারাজ যা কত্তে বলে পাঠিয়েছেন তাই করিগে, চল, আর দেরি করে কাজ নাই, দিঘীতে চল, সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা কর, মুষলমানেরা এখনই আসবে।

চ। মা। ও লোকটার কথাগুল আমার বিশ্বাস হচ্চে না, আপনি এত অধীর হবেন না।

প্র। চাঁপা! যখন এখনও পর্য্যন্ত যুদ্ধের কোন খপর এলো না, তখন আর কি ও লোকের কথা অবিশ্বাস করা যায়? তখন আর কি বুঝতে বাকি থাকে?

(নেপথ্যে সৈন্য কোলাহল।)

প্র। ঐ শোন মুষলমানেরা আস্‌চে, শীঘ্র এস দিঘীতে ঝাঁপ দিয়ে সতীত্ব রক্ষা কর, আর পালাবে কোথা; প্রাণ যাক, ধর্ম্ম থাক, আর দেরী কর না, শীঘ্র এস।

দ্রুতপদে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাঙ্গণ।

রাজা চন্দ্রকেতু, মন্ত্রী, বিজয়সেন ও কতিপয় হিন্দু সৈন্যের প্রবেশ।

মন্ত্রী। মহারাজ! একমাত্র যুবরাজ বিজয়কেতুর সাহায্যে ও বীরত্বে আমাদের জয়লাভ হয়েছে। যুবরাজ বিজয়কেতুর মত বীর আমি কখন

চক্ষে দেখি নাই। কি বীরত্ব, কি অসীম সাহস, কি চমৎকার রণকৌশল।

রাজা। যথার্থ কথা মন্ত্রি। বিজয়কেতুর মত বীর আর দেখতে পাওয়া যায় না। কি অস্ত্রচালন শিক্ষা, কি রণকৌশল, কি বুদ্ধি, কি অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন, আবার অপরদিকে শান্ত শিষ্ট আর বিদ্বান। আমার পরম সৌভাগ্য যে এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রত্নের করে আমার একমাত্র সর্ব্বস্বধন মালতী-রত্নকে অর্পণ কর্‌ব! মন্ত্রি! কি অদ্ভুত অস্ত্রচালন শিক্ষা, আমার ত প্রাণ গিয়েছিল, রাম হাজরা ত আমাকে বধ করবার জন্য অস্ত্র পর্য্যন্ত তুলেছিল। কিন্তু কি চমৎকার অস্ত্রশিক্ষা, সেই সময় সকলের অজ্ঞাতে, অলক্ষিতে রাম হাজরার বুকে তীর মাল্লে? ঈশ্বর যেন আমায় সে সময় প্রাণদান দিলেন।

মন্ত্রী। অদ্ভুত গুণপনা, অদ্ভুত অস্ত্রশিক্ষা। এখন কি তিনি সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করে ফিরে আসবেন?

রাজা। না সমস্ত নগর নয়।

দ্রুত পদে চপলার প্রবেশ।

চপ। একি মহারাজ? কি সর্ব্বনাশ, এদিকে যে সর্ব্বনাশ হয়েছে?

রাজা। কেন কেন? কি হয়েছে?

চপ। রাণী মা আর মালতী যে দিঘীতে ঝাঁপ দিয়েছেন, এতক্ষণ বুঝি নেই।

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! সেকি? মন্ত্রি! শীঘ্র লোক জন নিয়ে যাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা—হা জগদীশ্বর! কি কল্লে?

মন্ত্রী ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

রাজা। চাঁপা! তাঁরা দিঘীতে ঝাঁপ দিলেন কেন?

চপ। রাণী মা মালতী আর আমি কালীবাড়ীতে গিয়েছিলুম, এমন সময় একজন লোক সেখানে গিয়ে আমাদের বল্লে যে মচনমানেরা যুদ্ধে জয়ী হয়ে আপনাকে ধরে বেঁদে রেখেছে, খানিক পরে কেটে ফেলবে; তাই আপনি যেন বল্লে পাঠিয়েছেন যে আমাদের যদি সতীত্ব রক্ষা করবার ইচ্ছা

থাকে, তাহলে সকলে যেন প্রাণত্যাগ করে, আর এখনই তারা রাজবাড়ী লুট কত্তে আসবে।

রাজা। সে কি? কতক্ষণ সে লোকটা এসেছিল?

চপ। এই খানিকক্ষণ হল।

রাজা। এখনই লোক পাঠাব—চারিদিকে লোক পাঠাব, দেখি সে লোকটাকে ধর্ত্তে পারা যায় কি না। এখন এস।

উভয়ের প্রস্থান।

যুবরাজ বিজয়কেতু, জয়সেন ও কতিপয় হিন্দু সৈন্যের প্রবেশ।

বিজ। জয়সেন! আমি আজ অধিকক্ষণ নগরে ভ্রমণ কর্ত্তে পাল্লেম না, অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি। আগত কল্য তুমি স্বয়ং দূতকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত বালাণ্ডা নগরে মহারাজের জয় ঘোষণা করবে। আর দেখ? এখন হতে অত্যন্ত সাবধানে থাকতে হবে, কারণ দুষ্ট যবনেরা পরাস্ত হয়ে আর যে রকম আহত হয়ে পলায়ন করেছে, তাতে যে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে এমন মনে কর না। তারা কোন না কোন উপায়ে এ রাজ্য জয় করবার চেষ্টায় থাকবে। জয়সেন! সাবধান খুব সতর্ক ভাবে দুর্গ আর নগর রক্ষা করবে, দেখ যেন কোন প্রকারে তারা এ বালাণ্ডায় প্রবেশ না কত্তে পারে। আর আমিও নিশ্চিন্ত থাকিব না।

জ। যে আজ্ঞা যুবরাজ, আমি বিশেষ সতর্ক ভাবে আপনার আদেশ পালন করব।

বিজ। (স্বগত) একি? হঠাৎ আমার বাম অঙ্গ স্পন্দন হচ্চে কেন? হঠাৎ মন এত চঞ্চল হয়ে উঠল কেন? (পরিক্রমণ ও প্রকাশ্যে) জয়সেন! মহারাজ ত অনেকক্ষণ প্রত্যাগমন করেছেন, কিন্তু সমস্ত রাজভবন এমন নিস্তব্ধ ভাবে রয়েছে কেন? যেন জন শূন্য বলে বোধ হচ্চে যে? মহারাজ যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, কোথায় রাজভবন আজ আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে, তা না হয়ে আজ এমন নিস্তব্ধ ভাবে রয়েছে কেন? আমি ত এর কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

জয়। মহারাজ বোধ হয় অন্দরে আছেন, এখনই উৎসবের আয়োজন হবে।

ক্রন্দন করিতে করিতে চপলার প্রবেশ ও বিজয়কেতুর পদতলে পরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন।

বি। একি চপলা—কাঁদচ কেন? কি হয়েছে?

চ। (উঠিয়া সক্রন্দনে) যুবরাজ! আর কি বলব, বুক (বক্ষে করাঘাত) ফেটে গেল, যুবরাজ সর্ব্বনাশ হয়েছে, আগে রাণী মা মালতী তারপর মহারাজ (পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন)।

বি। (নেপথ্য দেখিয়া) একি! মন্ত্রীও যে কাঁদতে কাঁদতে আসচে, এর কারণ কি?

দ্রুতপদে মন্ত্রীর প্রবেশ।

বি। কি মন্ত্রি! তোমরা সকলে কাঁদচ কেন? শীঘ্র বল কি হয়েছে?

মন্ত্রি। (সক্রন্দনে) যুবরাজ! আর কি বলব, মহারাজ রাণী মা আর রাজকুমারী মালতী সকলে দিঘীতে ঝাঁপ দিয়েছেন। প্রায় ২০০ লোক জলে নাবিয়ে দিয়েছি কিন্তু তাঁদের কোথাও পাওয়া যাচ্চে না।

বিজ। সে কি? কেন? সকলে এমন কাজ কল্লেন কেন?

মন্ত্রী। এক ব্যক্তি যবনচর আমাদের রাজভবনে আসবার পূর্ব্বে, রাজপরিবারদের কাছে এসে বলে গেছে যে মহারাজ যুদ্ধে পরাস্থ হয়েছেন, মুসলমানেরা তাঁকে বধ করবার জন্য ধরে রেখেছে, তাঁকে বধ করে রাজভবন লুট কত্তে আসবে, আপনারা সতীত্ব রক্ষা করুন, মহারাজের আদেশ যে আপনারা কোন উপায়ে প্রাণত্যাগ করে সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করুন। এই কথা বলে লোকটা চলে গেলে পর, এঁরা এই কাণ্ড করেছেন।

বিজ। সেকি? চল চল দিঘীতে চল।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিঘীর (চন্দ্রকেতুর দহের) ধার।

মৃত মালতী ক্রোড়ে লইয়া চপলা উপবিষ্টা, যুবরাজ বিজয়কেতু উন্মাদবস্থায় বেড়াইতেছেন। এক পার্শ্বে মন্ত্রী জয়সেন ও বিজয়সেন, ও অপর পার্শ্বে কতিপয় হিন্দু সৈন্য মৌনভাবে দণ্ডায়মান।

বিজ। মন্ত্রি!

মন্ত্রী। যুবরাজ!

বিজ। বেলা কত?

মন্ত্রী। আজ্ঞা এখন দিন নয় এখন রাত্রি এক প্রহর গত।

বিজ। তোমরা এখানে কতক্ষণ এসেছ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা দিবা অবসান হতে আমরা ত এখানে এক সঙ্গেই রয়েছি, তা কি আপনার স্মরণ হচ্চে না?

বিজ। হাঁ এখন স্মরণ হয়েছে। (আকাশ দেখিয়া) আজ কি অমাবস্যা?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, আজ পূর্ণিমা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে অমাবস্যা নিশার ন্যায় অন্ধকার হয়েছে।

বিজ। আচ্ছা তাই হল। (পরিক্রমণ)

চপ। মন্ত্রী মহাশয়! ক্রমে ক্রমে যুবরাজের অবস্থা বড় ভাল বোধ হচ্চে না।

মন্ত্রী। আরও যে কি অদৃষ্টে আছে তাওত জানতে পাচ্চি না।

বিজ। মন্ত্রি!

মন্ত্রী। যুবরাজ!

বিজ। মহারাজের আহার হয়েছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ, হয়েছে। (স্বগতঃ) হা জগদীশ্বর! এঁর ও পরিণাম কি শোচনীয় লিখেছ? (ক্রন্দন)

বিজ। মন্ত্রি! আবার কাঁদচ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না!

জয়। (মন্ত্রীর প্রতি জনান্তিতে) মন্ত্রী মহাশয়! এর অল্পক্ষণ পূর্ব্বেত যুবরাজের এ রকম অবস্থা ছিল না?

মন্ত্রী। (জনান্তিকে) কখন প্রকৃতাবস্থা কখন উন্মাদবস্থা, ক্ষণে ক্ষণে অবস্থার পরীবর্ত্তন, এ লক্ষণ বড় ভাল নয়, এর চরম অতি অশুভ।

বিজ। চাঁপা! তুমি আমার মালতীকে ছুঁয়ে রয়েছ কেন? তুমি পর পুরুষ হয়ে সতীর অঙ্গ ছুঁয়ে রয়েছ? (সহাস্যে) ওহো! তুমি যে স্ত্রীলোক। কিন্তু পুরুষ কি প্রকৃতি?

(বেহাগ রাগিণীতে)

পুরুষ হ'য়ে প্রকৃতি বেশে রাখিলে কীর্ত্তি অপার;—
কিন্তু ছলনা কেন হে বাঁকা, তোমার সেরূপ যাবেনা ঢাকা,
ঐ যে ভৃগুপদ রেখা দেখা যায় যে হৃদে স্বাকার।

উঃ মালতি! তুমি কোথায় গেলে? (উপবেশন ও মালতীকে স্ব অঙ্কে লইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে) মালতি! তুমি কি সত্য সত্যই প্রাণত্যাগ করেছে? তুমি কি সত্য সত্যই আমার হৃদয় শূন্য করে পলায়ন করেছ? তুমি কি সত্য সত্যই এ পৃথিবী হতে জন্মের মত প্রস্থান করেছ?

(সকলের ক্রন্দন)

তুমি কি সত্য সত্যই চির নিদ্রায় অভিভূত হয়েছ? আর কি তোমার এ নিদ্রা ভঙ্গ হবে না? আর কি তোমার চৈতন্য হবে না? আর কি এ মৃগনয়নে পলক পড়বে না? মালতি! আমি তবে কার জন্য পিতা মাতা বন্ধু বান্ধব রাজ্য ধন সমস্ত ত্যাগ করে এদেশে এসেছি? আমি তবে কার জন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে নানা দেশ নানা গ্রাম নানা বিপদ অতিক্রম করে এখানে এসেছি? আমি তবে কার জন্য অজেয় দুর্দ্দান্ত যবন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়ে তাদের সমূলে বিনাশ করেছি? মালতি! প্রাণেশ্বরি! আমি কার জন্য এত কষ্ট সহ্য করেছি? আমার এ সকল পরিশ্রমের কি এই পুরস্কার?

মালতি! (মালতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া) একবার চেয়ে দেখ দেখি আমার হৃদয় কতদূর শূন্য হয়েছে? আমার হৃদয় মরুভূমি হয়েছে কি না একবার দেখ দেখি? ওহো! (মালতীকে ভূমে রক্ষা করিয়া) তুমি যে আর চক্ষু উন্মীলন করবে না, তোমার যে আর চৈতন্য হবে না। চাঁপা! মন্ত্রি! তোমরা বল আমার এমন সর্ব্বনাশ কে কল্লে? কে আমার মালতীকে অসময়ে হরণ কল্লে? কে আমার প্রাণেশ্বরীকে চিরকালের জন্য গ্রাস কল্লে? চাঁপা! তুমিও যে মালতীর সুখের জন্য কত কষ্ট সহ্য করেছিলে, তুমিও কি তোমার পরিশ্রমের আমার মত এই পুরস্কার পেলে? মন্ত্রি! জয়সেন! বিজয়সেন! এ কি হলো! (উঠিয়া) মহারাজ রাণী সব কোথায় গেলেন? আমি যে মহারাজকে মৃত্যু মুখ হ'তে বাঁচিয়েছিলেম, রাম হাজরা যে তাঁকে প্রায় বধ করেছিল, আমি যে তাঁকে যমের মুখ হ'তে বাঁচিয়েছিলেম, তার পর একি হলো? তার পর মহারাজ এাক কাজ কল্লেন? এবার মহারাজকে বাঁচাতে পাল্লেম না? উঃ আর যাতনা সহ্য হয় না, উঃ এ কি হল? মন্ত্রি! একি হল, আমি যে সব অন্ধকার দেখছি, একি—(মূর্চ্ছা)।

(সকলে) কি সর্ব্বনাশ! একি হল?

মন্ত্রী। চুপ কর চুপ কর, ভয় নাই। চপলা! শুশ্রূষা কর, জয়সেন শীঘ্র জল নিয়েস।

মন্ত্রী ও চপলার শুশ্রূষা, জয়সেনের প্রস্থান ও অনতিবিলম্বে জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ ও চপলা কর্ত্তৃক যুবরাজের মুখে জল সিঞ্চন।

(নেপথ্যে) মহারাজ রক্ষা করুন রক্ষা করুন, ব্রহ্মহত্যা হয়, আপনার সৈনিক পুরুষে ব্রহ্ম হত্যা করে, রক্ষা করুন।)

মন্ত্রী। বিজয়সেন! দেখ দেখ, 'ব্রহ্মহত্যা হয়' বলে কে আবার ওদিকে চীৎকার করে, ওকে চীৎকার কত্তে বারণ করে এস, যাও।

বিজ। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান।

মন্ত্রী। আবার একি নূতন বিপদ উপস্থিত। বিপদ যে বিপদের অনুগামী, তাকি আমাদেরই ভাগ্যে প্রত্যক্ষ হল?

বিজয়সেনের পুনঃ প্রবেশ।

বিজ। মন্ত্রী মহাশয়। যে লোকটা এই সর্ব্বনাশের মূল সে ধরা পড়েছে। আর সে—ই 'ব্রহ্ম হত্যা হয়' বলে চীৎকার কচ্চে।

মন্ত্রী। ধরা পড়েছে? আর এখন ধরা পড়া আর না পড়া সমান। ওকে ছেড়ে দিতে বলে এস, আর কিসের জন্য ওর উপর দণ্ড বিধান করব, এ দিকে ত সব ফুরিয়ে গেছে।

বিজ। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান।

বিজ। (চৈতন্য পাইয়া) কি ধরা পড়া আর না পড়া মন্ত্রি?

মন্ত্রী। যুবরাজ! যে লোকটা এই সর্ব্বনাশের মূল সেই লোকটা ধরা পড়েছে।

বিজ। (আস্তে আস্তে উঠিয়া ও চতুর্দ্দিক দেখিতে দেখিতে) একি। সকলে ফিরে এসেছে? এর মধ্যেই বিজয়া হয় গেছে? (আপন গাত্রবস্ত্র আর্দ্র দেখিয়া) এই যে শান্তি জল পর্য্যন্ত নেওয়া হয়ে গেছে। আমার গায়ে এত জল দিয়েছ যে সমস্ত কাপড় ভিজে গেছে? শান্তি—শান্তি কোথায়? জীবদ্দশায় না জীবন অন্তে? জীবন অন্তেই শান্তি। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ ও হঠাৎ উঠিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টে) ওকি! ওকি! মা! তোমার আবার এ বেশ কেন? এ মূর্ত্তি কেন? ওহো! বুঝেছি, এখন যে দক্ষালয় ছেড়ে কৈলাশে এসেছ। দক্ষ রাজা মহা পাপী ছিল, তার বাড়ীতে যে বেশে যে মূর্ত্তিতে ছিলে, এ পুণ্য ভূমি কৈলাশ, এখানে তুমি সে বেশে থাক্‌বে কেন, এখন বুঝতে পেরেছি। (অপর দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টে সক্রোধে) ওকি? সাবধান, সাবধান, এখন বলচি সাবধান, (জয়সেনের হস্ত হইতে অসি লইয়া) দেখ, যদি প্রাণ বাঁচাবার ইচ্ছা থাকে তা হ'লে এখনও বল্‌চি সাবধান হ, নতুবা তোর কোন প্রকারে নিস্তার নাই। জানিস্ উনি কে? উনি যে সে একজন সামান্য নন, উনি মহাবল পরাক্রান্ত পরম শিব ভক্ত নন্দীকেশ্বর। জানিস্ ত উনি মহাপাপী দক্ষের কি দুরবস্থা করেছিলেন? ওঁর উপর কোপ প্রকাশ? যে আজ্ঞা মা, আর কিছু বলব না (অসি নিক্ষেপ ও পরিক্রমণ)।

(মেঘ গর্জ্জন)

ও কি মন্ত্রি ও কি শব্দ হল ?

মন্ত্রী। ও মেঘ গর্জ্জন হচ্চে যুবরাজ।

বিজ (উচ্চ হাস্যে) হা—হা—হা—মন্ত্রি! আজও নির্ব্বোধ রয়েছ ? আজও তোমার জ্ঞানের সঞ্চার হল না ? ওকি মেঘ গর্জ্জন ? তা নয় মন্ত্রি তা নয়, ও মেঘ গর্জ্জন নয়, ও দুষ্ট দমনের ইঙ্গীত ও পাপী দমনের সঙ্কেত। বজ্র ! এস, আমার মস্তকে এসে পড়, আমি তোমাকে পরম ভক্তির সহিত মস্তকে রাখব। আদর করে ডাক্‌চি তুমি এসে আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হও। আশা শূন্য প্রাণ, সুখ-শূন্য জীবন, অধিষ্টাত্রীদেবী শূন্য হৃদয়সিংহাসন, (মেঘ গর্জ্জন) প্রবিষ্ট হও। দেবী বিসর্জ্জন হয়েছে, আর সিংহাসনের আবশ্যক নাই। (বিদ্যুৎ হইল) চপলা ! তুমি আমার কথা শুনে হাসবে ? হাস, তুমি চির-কাল হাস্যময়ী, হাস আমি তাতে লজ্জা পাব না। ওহো ! বুঝেছি, বজ্রকে আলো দেখাচ্চো, যাতে জগতের আর কোন পদার্থ নষ্ট না করে একেবারে আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে সেই জন্য বজ্রকে আলো দেখাচ্চ, তা ভালই, কচ্চ দেখাও। উঃ আমি কোথায় ? মন্ত্রি! আমি কোথায় ? কি কার্য্যের জন্য আমি এখানে এসেছি ? (চিন্তা)

মন্ত্রী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! একি হল ! যুবরাজ যে প্রকৃত উন্মাদ হলেন। হা জগদীশ্বর ! কি কল্লে। (প্রকাশ্যে) যুবরাজ। একটু স্থির হন, অত অধীর হবেন না। এসব তাঁর লীলা,—

বিজ। স্থির—স্থির—স্থির হব ? অবশ্য হব, সব স্থির হবে, কে অস্থির থাক্‌বে ? সমস্ত স্থির হবে, সমস্ত জগৎ, জীব, জন্তু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, কুসুম, ফল, জড়, সমস্ত পদার্থের সঙ্গে জগৎ স্থির হবে। তাতে আমি কি অস্থির থাক্‌ব ? কথনই না, স্থির হব। মন্ত্রি।

মন্ত্রী। যুবরাজ।

বিজ। আমি গান গাইতে জানি তা তুমি জান ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ জানি।

বিজ। তবে একটী গান গাই শুন।

গীত।

জগতের জীব সব স্বদেশেতে চলে যাবে।
অবিদ্যার প্রলোভন জ্ঞানালোকে দূর হবে ॥
অবিদ্যা রূপিনী মায়া, সঙ্গে আছে যেন ছায়া,
(এই) ছায়া শূন্য দেহ হলে, দেব লোকে মিশাইবে ॥

(মেঘ পরিস্কার হইয়া চন্দ্রোদয় হইল)।

চন্দ্রদেব! আজ তোমার কিরণ এত সুধাময় বোধ হচ্ছে কেন? আহা! আজ আমি মালতীকে পেয়েছি, আজ আমার অনেক সাধনের ধন প্রাণের ঈশ্বরী আমার মালতীকে পেয়েছি। (উপরে দেবী কালীমূর্ত্তি দেখিয়া উর্দ্ধ দৃষ্টে) মা এসেছেন? মা! জগদম্বে! আমার মালতীর—তোমার পুত্রবধুর কেমন রূপ দেখ দেখি মা (দেবী মূর্ত্তীর অন্তর্দ্ধান? হা হা হা! আমি যেন পাগলের মত কথা বলচি। আমি কাকে রূপ দেখাচ্ছি? যাঁর চরণে কোটি কোটি চন্দ্রের জন্ম, আমি তাঁকে একজন স্ত্রীলোকের রূপ দেখাচ্ছি? মালতি! আমি মা জগৎজননীকে তোমার রূপ দেখাচ্ছি? ওকি কথা কচ্চ না যে? আমার উপর রাগ করেছ? (উপবেশন ও মালতার চরণ ধরিয়া) মালতি! আমি ত তোমার চরণে কখন কোন অপরাধ করি নাই? একি প্রাণেশ্বরি কথা কওনা যে? (মালতীকে উত্তোলন করিয়া) একি মালতী আমার নাই? চাপা! মালতী কি মানবলীলা সম্বরণ করেছেন? (উঠিয়া) উঃ একি হল মালতী নাই (পতন ও মৃত্যু—)

(সকলে) আবার মূর্চ্ছা গেলেন যে!

মন্ত্রী। চাপা! মুখে জল দাও, জল দাও, বাতাস কর, আবার যে মূর্চ্ছা হল।

চপ। (উচ্চৈশ্বরে ক্রন্দন) ওগো আর কার মুখে জল দেব, কি হল দেখ, ওগো কি সর্ব্বনাশ হল গো। (ক্রন্দন)

মন্ত্রী। (সসব্যস্তে) সে কি! (দেখিয়া) তাইত! এ কি! এ যে শেষ হল। (সক্রন্দনে) হা যুবরাজ বিজয়কেতু! এ যে তোমার ইচ্ছা মৃত্যু হল। হা জগদীশ্বর! এ কি কল্লে?

(পুষ্প রথে বিজয়কেতুর ও মালতীর আত্মা শিবলোকে গমন)

যবনিকা পতন।